সমস্বর ©

সমস্বর ৮৬ তম সংখ্যা (জানুয়ারি - মার্চ, ২০২২)

তামাকের প্রকৃত মূল্য ও কর বৃদ্ধি এবং একটি সুনির্দিষ্ট করনীতি প্রণয়ন করা জরুরি

www.bata.net.bd

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের **মুখপত্র**

অন্যান্য পাতায় আছে .....

'তামাক কর বৃদ্ধিতে গণমাধ্যমের সম্পৃক্ততা জরুরি'
-মতবিনিময় সভায় বক্তারা বলেন

তামাক নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনকে বেগবান করতে
স্থানীয় সংগঠনের অর্থনৈতিক সক্ষমতা জরুরি

তামাকপণ্যে কর বৃদ্ধি ও সিগারেটের মূল্যস্তর
দুটি করার দাবি সাংসদদের

ত্রুটিপূর্ণ করারোপ পদ্ধতিতে লাভবান হচ্ছে তামাক কোম্পানি

তামাকজাত পণ্যে মোটা অঙ্কের রাজস্ব ফাঁকি

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর আইন লঙ্ঘন করছে
তামাক কোম্পানিগুলো

প্রতি বছর সিগারেটের দাম বাড়লেও
বাংলাদেশে অবৈধ সিগারেটের পরিমাণ খুবই সীমিত

'তামাক পণ্যে কর বৃদ্ধির সম্ভাব্য প্রভাব'
শীর্ষক আলোচনা সভায় জরিপের ফলাফল

'তামাকজাত দ্রব্যের কর ফাঁকি এবং তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ'
শীর্ষক অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত

কর বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

প্রবন্ধ

তামাকের অভিশাপ থেকে দরিদ্র মানুষকে বাঁচাতে হবে

তরুণ প্রজন্মকে রক্ষার্থে তামাক করের বৃদ্ধির বিকল্প নাই

তামাকের ব্যবহার কমাতে কর বৃদ্ধি জরুরি

তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে তরুণ প্রজন্মকে রক্ষা করতে হবে

তামাকের কর কেমন হওয়া উচিত

করকাঠামোর দুর্বলতায় লাভবান হচ্ছে সিগারেট কোম্পানি

তামাক কর বৃদ্ধি করা জরুরি

শিল্পোন্নয়নের যাঁতাকলে পিষ্ঠ জনস্বাস্থ্য

তামাকের রাজস্ব মিথ ও কোম্পানির কূটকৌশল

তামাক দ্রব্যের করারোপ ও দাম বাড়ানোর বিকল্প নেই

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি

সাইফুদ্দিন আহমেদ

সদস্য

হেলাল আহমেদ

আমিনুল ইসলাম বকুল

আর্থিক সহযোগিতায়ঃ

The Union
International Union Against Tuberculosis and Lung Disease
Health solutions for the poor

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রীয় প্রত্যয় বাস্তবায়নের পথে আমাদের অগ্রগতি

শুধুমাত্র তামাক ব্যবহারজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতি বছর বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে। কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করেই এই মৃত্যুর সংখ্যা কমানো সম্ভব। কিন্তু তামাক কোম্পানির অবৈধ হস্তক্ষেপ এবং কোম্পানিতে সরকারের বিদ্যমান শেয়ার কর বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে বাঁধাগ্রস্ত করছে।

সুস্বাস্থ্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে, ২০১৬ সালে দক্ষিণ এশিয়া স্পিকার সামিটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তার বক্তব্যে তিনি জনস্বাস্থ্য রক্ষায় তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে কর বৃদ্ধির পাশাপাশি শক্তিশালী করনীতি প্রণয়নের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কর বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বাঁধাগ্রস্থ করতে প্রতিবছর তামাক কোম্পানিগুলো নানা অপকৌশলের আশ্রয় নেয়। যার স্পষ্ট ইঙ্গীত বহন করে প্রতি বছরের জাতীয় বাজেট ঘোষনায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর উচ্চহারে মূল্য ও কর বৃদ্ধির বিপরীতে তামাকজাত পণ্যের নিম্ন মূল্য বৃদ্ধি।

সকল মূল্যস্তরের সিগারেটে অভিন্ন করভার (খুচরা মূল্যের ৬৫%) নির্ধারণসহ সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক পদ্ধতি প্রচলনের দাবি ও কর আদায়ে আধুনিকায়ন পদ্ধতি প্রচলনের দাবি এবারের বাজেটেও অপূর্ণই থেকে যাচ্ছে। ফলে তামাকজাত পণ্যেও চোরাচালান ও অবৈধ ব্যান্ডরোলের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। এতে করে সরকার হারাবে বিশাল অংকের রাজস্ব অপরপক্ষে ফুলে ফেপে উঠবে কোম্পানির লভ্যাংশ। এছাড়া, ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্য ও ফিল্টারবিহীন বিড়ির মূল্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

কর ও মূল্য বৃদ্ধি তামাক নিয়ন্ত্রণে সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হিসাবে বিবেচিত হলেও ২০২২-২৩ প্রস্তাবিত বাজেটে কর বৃদ্ধির দাবির কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন ঘটেনি। উপর্যুপরি, বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি এবং মানুষের ক্রয়ক্ষমতার উন্নয়ন বিবেচনায় বর্তমান বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের নির্ধারিত মূল্য ভোক্তার কাছে আরো সস্তা হয়ে যাবে। বিপরীতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন বৃদ্ধি মানুষের জীবনকে করবে আরো দূর্বিষহ। এবারের বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের প্রস্তাবিত মূল্যবৃদ্ধি তামাক নিয়ন্ত্রণের বদলে কোম্পানির লভ্যাংশ বৃদ্ধির পথকেই আরো প্রসারিত করবে।

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায়, তামাক নিয়ন্ত্রণে কাঙ্ক্ষিত লক্ষমাত্রা অর্জনে কর বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করনীতি প্রণয়নের কোনো বিকল্প নেই। পাশাপাশি এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ অনুসারে গাইডলাইন প্রণয়ন এবং তামাক কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহারের কোনো বিকল্প নেই।

‘তামাক কর বৃদ্ধিতে গণমাধ্যমের সম্পৃক্ততা জরুরি’
-মতবিনিময় সভায় বক্তারা বলেন

বাংলাদেশে তামাকজাত পণ্যের উপর বিদ্যমান কর কাঠামো জটিল ও বহুস্তরভিত্তিক এবং ভিত্তি মূল্য খুবই কম হওয়ায় কর বৃদ্ধি সত্ত্বেও ক্রয়মূল্য ভোক্তার নাগালেই থেকে যাওয়ায় কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। এই প্রেক্ষাপটে, তামাকের প্রকৃত মূল্য ও কর বৃদ্ধি এবং একটি সুনির্দিষ্ট কর কাঠামো প্রণয়ন করা অতীব জরুরি।

উক্ত বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে গত ১১ জানুয়ারি ২০২২ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি’র নসরুল হামিদ মিলনায়তনে গণমাধ্যমের সাথে ‘তামাক কর বৃদ্ধি, বর্তমান অবস্থা ও করণীয়’ শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভায় বক্তারা উক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট সম্মিলিতভাবে এ সভা আয়োজন করে। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি নজরুল ইসলাম মিঠুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন দ্যা ইউনিয়নের কারিগরী পরামর্শক এ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম, ডিআরইউ এর সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম হাসিব, ডাস এর উপদেষ্টা আমিনুল ইসলাম বকুল, ভাইটাল স্ট্রাটেজিস এর কান্ট্রি ম্যানেজার (বাংলাদেশ) নাসির উদ্দীন শেখ, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির তথ্য প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক কামাল মোশারফ। সভায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টের প্রকল্প কর্মকর্তা মিঠুন বৈদ্য এবং সভাটি সঞ্চালনা করেন ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টের কর্মসূচি প্রধান (টিসি, এনসিডি) সৈয়দা অনন্যা রহমান।

সভায় **গাউস পিয়ারী** বলেন, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। এই লক্ষ্য অর্জনে তামাক নিয়ন্ত্রণে কর বৃদ্ধির বিকল্প নেই।

নজরুল ইসলাম মিঠু বলেন, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের তুলনায় বাংলাদেশে সকল প্রকার তামাকজাত পণ্যের মূল্য তুলনামূলক কম এবং সহজলভ্য। তিনি তামাকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে মিডিয়াকে আরো বেশী সম্পৃক্ত হবার আহবান জানান।

সৈয়দ মাহবুবুল আলম বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে কর বৃদ্ধির পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট কর আরোপ জরুরি। এতে তামাকজাত পণ্যের মূল্য এবং সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া বর্তমানে খুচরা সিগারেট বিক্রি হওয়ার কারণে প্যাকেটে উল্লিখিত মূল্যের থেকে অধিক মূল্যে তামাকজাত পন্য বিক্রয় হয়। কিন্তু এই অতিরিক্ত মূল্যের উপর সরকারের কোনো রাজস্ব আয় হয়না বরং তামাক কোম্পানির লভ্যাংশ বৃদ্ধি পায়। কর ফাঁকি বন্ধে কর আদায় পদ্ধতিটি আধুনিক ও যুগোপযোগী করার দিকে আলোকপাত করেন তিনি।

নুরুল ইসলাম হাসিব বলেন, তামাক কর কাঠামোর জটিলতাগুলো চিহ্নিত করে পৃথিবীর অনেক দেশ তামাক নিয়ন্ত্রণে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা তাদের পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারি। তিনি বলেন কোম্পানিগুলো নানা কৌশলে তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা ব্যাহত করছে। এ বিষয়ে আরো অধিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গণমাধ্যমের সাথে যৌথভাবে কর্মশালার আয়োজন করারও আহবান জানান।

হেলাল আহমেদ বলেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের কারণে একাধিকবার দাবি জানানোর পরও তামাকের মতো ক্ষতিকর পণ্যের উপর আশানুরূপ কর বাড়ানো সম্ভব হয়নি। এছাড়া, পাঠ্যপুস্তকে তামাককে অর্থকরী ফসল হিসাবে উপস্থাপন করার ফলে তামাকের পক্ষে ইতিবাচক তথ্য প্রচার হচ্ছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা তথা সরকারের সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার সাথে সাংঘর্ষিক।

আমিনুল ইসলাম বকুল বলেন, তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের পাশাপাশি সাধারণ জনগণকেও বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করছে। ফলে তামাকের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতির সঠিক তথ্য সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছায়না।

নাসির উদ্দীন শেখ বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জনগনের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য পন্যের মূল্য বৃদ্ধি হলেও তামাকজাত পণ্যের মূল্য সেই তুলনায় বাড়েনি। তামাকের উপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের পাশাপাশি বড় অংকের মূল্য বৃদ্ধি করা হলে এর ব্যবহারে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। তিনি তামাকের কর আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি না পাওয়ার পিছনে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপকে দায়ী করে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহারের আহবান জানান।

সভায় অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, টিসিআরসি, নাটাব, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, ডাস, এইড ফাউন্ডেশন, মৃত্তিকা ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনকে বেগবান করতে স্থানীয় সংগঠনের অর্থনৈতিক সক্ষমতা জরুরি

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ৬ মার্চ ২০২২, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টের যৌথ উদ্যেগে ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টের কৈবর্ত সেমিনার হলে Workshop on Strengthening Tobacco Control Capacity of Local Level Organizations শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

তামাক ব্যবহারের ভয়াবহতাকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে ১৯৯৯ সালের ৯ অক্টোবর হতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের সাথে জড়িত আছে বহু বেসরকারী সংগঠন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় বাস্তবায়নে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের (বাটা) স্থানীয় সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে জাতীয় বিভাগীয় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে টাস্কফোর্স কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করছে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্যরা। সরকারের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন দিবস উদযাপন, অনুষ্ঠান আয়োজন, আলোচনা সভা, সেমিনার, সরকারের সহায়তায় দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় বাস্তবায়নে আমাদের হাতে আছে আর মাত্র ১৮ বছর। তামাক নিয়ন্ত্রণে বড় প্রতিপক্ষ তামাক কোম্পানি। কাজেই তামাকের বিরুদ্ধে এ আন্দোলনকে আরো বেগবান করতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংগঠনগুলোকে

আরও উদ্যোগী হতে হবে। এনটিসিসির গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নেও তামাক বিরোধী জোটের অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জন প্রয়োজন। উদ্বোধনী ও সমাপনী আয়োজনসহ তিনটি সেশনে কর্মশালাটি সাজানো হয়। সারাদেশ থেকে তামাক বিরোধী জোটের প্রায় ৪০ টিরও বেশী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ কর্মশালায় অংশ নেন। প্রথম সেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দ্যা ইউনিয়নের কারিগরী পরামর্শক এ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম এবং উক্ত সেশনটির সঞ্চালনায় ছিলেন ডাব্লিউবিবির প্রকল্প কর্মকর্তা সামিউল হাসান।

উদ্বোধনী সেশনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য ও সাবেক উপাচার্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডা: প্রাণ গোপাল দত্ত, ব্যারিষ্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী এমপি, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত সচিব) হোসেন আলী খন্দকার, দ্যা ইউনিয়নের টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট হামিদুর রহমান খান এবং বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ। এই সেশনটি সঞ্চালনায় ছিলেন ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্টের বিভাগীয় প্রধান সৈয়দা অনন্যা রহমান। এ পর্যায়ে তৃণমূল সংগঠনগুলোর পক্ষ হতে স্থানীয় পর্যায়ে বিলবোর্ড স্টিকার, লিফলেট, পোষ্টার বিতরণ এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক বরাদ্দের দাবী জানানো হয়। পাশাপাশি তামাক কোম্পানির কার্যক্রম মনিটরিং সংক্রান্ত রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়।

কর্মশালার সমাপনী সেশনে একটি কনসালটিং গ্রুপ মিটিং এর আয়োজন করা হয় যেখানে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের প্রায় ৪০ টি সহযোগী সংগঠনের সদস্যরা অংশ নেয়। উক্ত সেশন পরিচালনায় ছিলেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের নেটওয়ার্ক কর্মকর্তা আজম খান। সমাপনী সেশনে বক্তৃতা দেন পরিবেশবিদ ও চেয়ারম্যান, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা)'র আবু নাসের খান, প্রত্যাশার সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ এবং বাটার সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ। উক্ত সেশনের সঞ্চালনায় ছিলেন সৈয়দা অনন্যা রহমান। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়।

উদ্বোধনী সেশনে **শামীম হায়দার পাটোয়ারী** তার বক্তব্যে বলেন, সমমনা স্থানীয় সংগঠনের অব্যাহত কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে তামাক নিয়ন্ত্রণে বেশ কিছু অর্জন রয়েছে। কিন্তু পুরোপুরি সফলতা এখনও অর্জিত হয় নাই। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একার পক্ষে এই কাজ করা কঠিন। সারা দেশ থেকে স্থানীয় সংগঠনগুলোকে সম্মিলিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে হবে।

সৈয়দ মাহবুবুল আলম বলেন, তামাক চাষ লাভজনক এই মিথ থেকে সরে আসতে হবে। তামাক নিয়ন্ত্রণে পাবলিক প্লেস ও পরিবহণে জরিমানা বৃদ্ধি এবং ধূমপানমুক্ত স্থান চিহ্নিত করতে হবে। তামাক উৎপাদনকারীরা সরাসরি বা অন্যকোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারবে না। তরুণদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে হবে। তিনি দাবী জানান, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল থেকে টাস্কফোর্সে অন্তর্ভুক্ত সকল স্থানীয় সংগঠনের জন্য আর্থিক বরাদ্দের নিশ্চয়তা দেয়া হোক।

সাইফুদ্দিন আহমেদ বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল তামাক নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনে জড়িত স্থানীয় সংগঠনের কাছে অভিভাবক স্বরুপ। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন স্থানীয় সংগঠনগুলোকে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিকে আরও বেগবান করবে।

কর্মশালায় **ডা: প্রাণ গোপাল দত্ত** বলেন, নিজের ঘর থেকে আগে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এভাবে পরিবার, গ্রাম এমনকি পুরো দেশ তামাক মুক্ত হবে। গণমাধ্যমে তামাকের ক্ষতিকারক দিক নিয়ে ব্যাপক প্রচারের আহবান জানান তিনি।

অতিথির বক্তব্যে **হোসেন আলী খোন্দকার** বলেন, বেশ কিছু কর্মপরিকল্পনা ইতিমধ্যেই হাতে নেয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নে আগামী বছর থেকে স্থানীয় সংগঠনগুলো সরাসরি আর্থিক বরাদ্দের নিশ্চয়তা পাবে। কিন্তু তার আগে স্থানীয় সংগঠন গুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি জরুরি। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলকে সহায়তা করতে স্থানীয় সংগঠনগুলোকে আরও কার্যকর ভূমিকা পালনের আহবান জানান তিনি। জেলা, উপজেলা পর্যায়ে টাস্কফোর্স কমিটিকে আরও শক্তিশালী করার কথা বলেন।

জনস্বাস্থ্য রক্ষায় আসন্ন অর্থবছরে তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোর প্রস্তাবিত সুনির্দিষ্ট তামাক কর আরোপ হলে সরকারের প্রায় ৩৯ হাজার ৬০০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হবে। যা গত অর্থবছরের তুলনায় ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা বেশি। অতিরিক্ত এ রাজস্ব আয়ের মাত্র ৪.৪৫ শতাংশ ব্যয় করলে দেশের সকল রোগীদের হৃদরোগ চিকিৎসা বিনামূল্যে সম্ভব বলে জানিয়েছেন দেশের জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

তামাকপণ্যে কর বৃদ্ধি ও সিগারেটের মূল্যস্তর দুটি করার দাবি সাংসদদের

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২, 'বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফোরাম ফর হেলথ এন্ড ওয়েলবিং' -এর এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে তামাকপণ্যে কর বৃদ্ধির বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। এই মুহূর্তে দেশের ৩ কোটি ৭৮ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক ব্যবহার করে। তামাকের উপর উল্লেখযোগ্য কর ও মূল্য বৃদ্ধি করা গেলে প্রায় ৯ লাখ তরুণকে তামাক ব্যবহার থেকে বিরত করা যাবে এবং প্রায় সাড়ে ৪ লাখ তরুণ অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। এছাড়াও বাড়তি ৯,২০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় সম্ভব হবে।

অ্যাডভ্যালোরেম এর পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট কর পদ্ধতি প্রবর্তন এবং সকল তামাকপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি, সিগারেটে বিদ্যমান মূল্যস্তর ৪টি থেকে ২টিতে কমিয়ে আনাসহ ব্যাপকভাবে নিম্নস্তরের সিগারেটের কর ও মূল্যবৃদ্ধির দাবি জানিয়েছেন সংসদ সদস্যবৃন্দ।

সভায় ফোরামের সদস্য **অপরাজিতা হক এমপি** বলেন, অ্যাডভ্যালোরেম কর পদ্ধতি ও সিগারেটের ৪টি মূল্যস্তর থাকায় তেমন লাভ হচ্ছে না। মূল্যস্তর ২টিতে নামিয়ে আনতে হবে। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, কর বৃদ্ধি করলে শুধু উপরের স্তরের সিগারেটের দাম বাড়ছে। সেক্ষেত্রে তামাক ব্যবহারকারীরা নিচের স্তরের সিগারেট খাচ্ছে। তাই নিচের স্তরের দাম বাড়াতে হবে।

সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও ফোরামের উপদেষ্টা **অধ্যাপক ডা. আ.ফ.ম রুহুল হক** এমপি বলেন, বাজেটে দাবীর স্বপক্ষে কর বৃদ্ধি করতে হলে আমাদেরকেও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি, সরকারি কোন সংস্থা যদি বিভ্রান্ত হয়ে বা প্রভাবিত হয়ে তামাকের কর বৃদ্ধির বিপক্ষে কিছু করলে আমাদেরকে অবশ্যই তা প্রতিহত করতে হবে।

ফোরামের কো-চেয়ারম্যান **ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি এমপি** বলেন, তামাকপণ্যে কর বৃদ্ধির বিকল্প নেই। কর কাঠামো কেমন হওয়া দরকার সে ব্যাপারে সবার মধ্যে একটা ধারণা তৈরি করে দিতে হবে। পাশাপাশি, তামাক কোম্পানি যেন এবার কর বৃদ্ধিতে বাঁধা সৃষ্টি না করে সেটিও লক্ষ্য রাখতে হবে।

ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত এমপি বলেন, ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করার দাবিতে প্রধানমন্ত্রী বরাবর ১৫৩ জন এমপির চিঠি, তামাক আইন সংশোধনের দাবিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট ১৫২ জন সংসদ সদস্যের চিঠি এবং সর্বশেষ জাতীয় বাজেটে তামাকের উপর কর বৃদ্ধির সুপারিশ জানিয়ে অর্থমন্ত্রীর কাছে চিঠি দেয়া উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ যা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

সভায় সংসদ সদস্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট সৈয়দা রুবিনা আক্তার এমপি, শবনম জাহান এমপি, হাবিবা রহমান খান এমপি এবং হোসনে আরা বেগম এমপি। উপস্থিত ছিলেন ফোরামের সাচিবিক দায়িত্বে থাকা উন্নয়ন সংস্থা স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ডা. নিজাম উদ্দিন আহমেদ এবং পরিচালক রফিকুল ইসলাম।

ত্রুটিপূর্ণ করারোপ পদ্ধতিতে লাভবান হচ্ছে তামাক কোম্পানি

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (বিইআর) ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) যৌথভাবে ' তামাকের কর ব্যবস্থা, তামাক কোম্পানির লাভে সরকারের ক্ষতি' শীর্ষক জুম ওয়েবিনার আয়োজন করে। ওয়েবিনারে বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসিরুদ্দীন আহমেদ, ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রুমানা হক। ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এসএম আব্দুল্লাহ এবং সঞ্চালনা করেন, বিএনটিটিপি এর প্রজেক্ট ম্যানেজার হামিদুল ইসলাম হিল্লোল।

উক্ত ওয়েবিনারে বক্তারা বলেন, তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপে বর্তমানে প্রচলিত অ্যাডভেলোরেম পদ্ধতি জটিল ও ত্রুটিপূর্ণ। এ পদ্ধতিতে তামাক কোম্পানি লাভবান হচ্ছে। ফলে প্রতিবছর তামাক কোম্পানির লাভ বিস্ময়করভাবে বাড়ছে এবং সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে। একইসঙ্গে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়লেও তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা কাঙ্ক্ষিত হারে কমছে না। গত ১০ বছরে বাংলাদেশে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো কোম্পানির দ্বিগুণ উৎপাদন বৃদ্ধির বিপরীতে মুনাফা বেড়েছে ৫গুণ। সেই অনুযায়ী সরকারের রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য হারে বাড়েনি। ফলে আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে তামাকজাত দ্রব্যে বিদ্যমান অ্যাডভেলোরেম করারোপ পদ্ধতির পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট করারোপের কোনো বিকল্প নেই।

তারা আরও বলেন, দেশে তামাক ব্যবহারজনিত রোগে প্রতিবছর প্রায় ১ লক্ষ ৬২ হাজার মানুষ মারা যায় যা কোভিড-১৯ মহামারীতে বছরে গড় মৃত্যুর ১০ গুণেরও বেশি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তামাক ব্যবহারজনিত রোগের কারণে দেশে অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা একই সময়ে রাজস্ব আয় মাত্র (২২,৮৬৬) বাইশ কোটি, আটশ ছিষট্টি টাকা। অসুস্থতা, মৃত্যু অর্থনৈতিক ক্ষতির সাথে রাজস্ব আয় বিবেচনা করলে দেখা

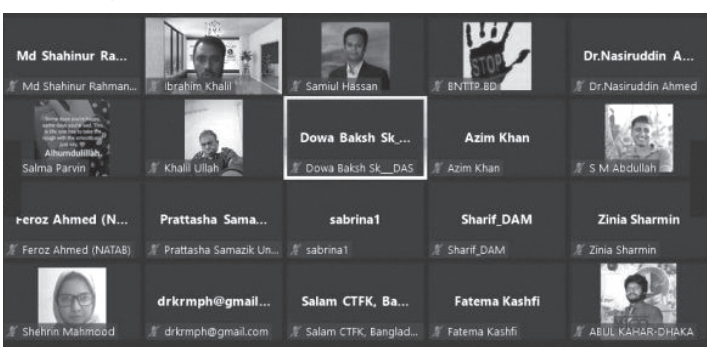

যায় তামাক সেবনের কারণে শুধুমাত্র তামাক কোম্পানি লাভবান হয়। বিপরীতে জনগণ ও সরকারসহ সব পক্ষ ভয়াবহ ক্ষতির শিকার হয়। ত্রুটিপূর্ণ করারোপ ব্যবস্থার কারণে এই সংকট বেড়েই চলেছে। কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণ ও রাজস্ব বৃদ্ধিতে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে।

ওয়েবিনারে এসএম আবদুল্লাহ দেশের তামাক বিরোধী সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট করারোপের বিধান রেখে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও করারোপের সুপারিশ তুলে ধরেন। বাজেট প্রস্তাবে নিম্নস্তরের সিগারেটের প্রতি ১০ শলাকার খুচরা মূল্য ৫০ টাকা নির্ধারণ করে ৩২.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ; মধ্যম স্তরের সিগারেটের প্রতি ১০ শলাকার খুচরা মূল্য ৭৫ টাকা নির্ধারণ করে ৪৮.৭৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ; উচ্চস্তরের সিগারেটের প্রতি ১০ শলাকার খুচরা মূল্য ১২০ টাকা নির্ধারণ করে ৭৮.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ; এবং প্রিমিয়াম স্তরের সিগারেটের প্রতি ১০ শলাকার খুচরা মূল্য ১৫০ টাকা নির্ধারণ করে ৯৭.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দেওয়া হয়।

পাশাপাশি ফিল্টারবিহীন বিড়ির ২৫ শলাকার খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১১.২৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ; ফিল্টারযুক্ত বিড়ির ২০ শলাকার খুচরা মূল্য ২০ টাকা নির্ধারণ করে ৯ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ; প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার খুচরা মূল্য ৪৫ টাকা নির্ধারণ করে ২৭ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ এবং প্রতি ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপের সুপারিশ হয়েছে। এছাড়া সকল তামাকজাত দ্রব্যের খুচরা মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ পূর্বের ন্যায় বহাল রাখারও প্রস্তাব জানান তারা।

সৌজন্যে: আজকের অর্থনীতি

তামাকজাত পণ্যে মোটা অঙ্কের রাজস্ব ফাঁকি

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১, তামাকজাত দ্রব্যের (সিগারেট ও বিড়ি) খুচরা ও পাইকারি বিক্রয়মূল্যে 'জাতীয় বাজেটে মূল্য ও কর পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণে একটি সমীক্ষা' শীর্ষক এ গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরোর (বিইআর) সম্মেলন কক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিইআর ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) যৌথভাবে এ গবেষণার প্রতিবেদন প্রকাশ করে। গবেষণার প্রতিবেদনে দেখা যায়, দেশে সব ধরনের পণ্য সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে বিক্রি হলেও বিড়ি এবং সিগারেটের ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করছে না উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো। সিগারেট কোম্পানিগুলো খুচরা মূল্যে বিক্রেতাদের কাছে সিগারেট বিক্রি করলেও বিক্রেতারা বেশি মূল্যে ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করছে। এছাড়া পাইকারি দোকানেও সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সিগারেট ও বিড়ি বিক্রি হয় বলে এ গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

গবেষণার ফল উপস্থাপনকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের **অধ্যাপক ড. রুমানা হক** বলেন, 'মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, অতি উচ্চস্তরের সিগারেটের ২০ শলাকার প্যাকেটে মুদ্রিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ২৭০ টাকা হলেও বিক্রি করা হয় গড়ে ২৯৪ দশমিক ২৯ টাকায়। উচ্চস্তরের সিগারেট ২০৪ টাকার পরিবর্তে গড়ে প্রায় ২২৯ দশমিক ৮৮ টাকায়, মধ্যম স্তরের সিগারেট ১২৬ টাকার পরিবর্তে ১৩৫ দশমিক ৮৬ টাকায় এবং নিম্ন স্তরের সিগারেট ৭৮ টাকার পরিবর্তে ৯৫ দশমিক ১৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বিড়ির ক্ষেত্রেও এভাবে সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে। ফলে এভাবে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সিগারেট-বিড়ি বিক্রি অব্যাহত থাকায় প্রতি বছরই হাজার হাজার কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার।'

গবেষণা প্রতিবেদনের সুপারিশে বলা হয়েছে, সরকারের রাজস্ব বাড়ানো ও কর ফাঁকি বন্ধে সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতি গ্রহণ করা, প্রতিটি দ্রব্যের বাজার ও বিক্রয় পর্যবেক্ষণে এবং কর আদায়ে ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করা, সিগারেটের চার স্তরভিত্তিক কর কাঠামো এক স্তরে নিয়ে আসা, সিগারেট ও বিড়ির খুচরা শলাকা বিক্রি নিষিদ্ধ করা, কর ফাঁকি রোধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাসহ ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে একটি জাতীয় তামাক কর নীতি প্রণয়ন করা।

অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসিরুদ্দীন আহমেদ, ভাইটাল স্ট্রাটেজিসের হেড অব প্রোগ্রাম মো.শফিকুল ইসলাম, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার ড. সৈয়দ মাহফুজুল হক, দ্যা ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক সৈয়দ মাহবুবুল আলম তাহিন, দ্যা ইউনিয়নের টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট মো. হামিদুর রহমান খান, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ড. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক, সিটিএফকে এর প্রোগ্রাম অফিসার আতাউর রহমান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এসএম আব্দুল্লাহ। এছাড়াও দেশে কর্মরত তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তা ও সাংবাদিকরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সৌজন্যে: জেএন ২৪ নিউজ ডেস্ক

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর আইন লঙ্ঘন করছে তামাক কোম্পানিগুলো

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ৯ জানুয়ারী ২০২২, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নসরুল হামিদ মিলনায়তনে টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি), ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভির্সিটি, ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা)-এর আয়োজনে 'আইন অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন-বর্তমান অবস্থা' শীর্ষক গবেষণার ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায় তামাক। রাজস্ব দেবার নাম করে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বিগত ছয় বছরে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী যথাযথভাবে প্রদান করছে না কোম্পানিগুলো। ফলে আইনের উদ্দেশ্য দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী জনাব হেলাল আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর্ন্তজাতিক সংস্থা ভাইটাল স্ট্রাটেজিসের কান্ট্রি ম্যানেজার (বাংলাদেশ) জনাব নাসির উদ্দিন শেখ, আর্ন্তজাতিক সংস্থা ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস এর সিনিয়র পলিসি এ্যাডভাইজার (বাংলাদেশ) জনাব আতাউর রহমান মাসুদ, এইড ফাউন্ডেশনের প্রজেক্ট ডিরেক্টর (টোব্যাকো কন্ট্রোল) শাগুফতা সুলতানা; বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রাম (বিসিসিপি)-এর ডেপুটি ডিরেক্টর জনাব মোহাম্মদ শামীমুল ইসলাম এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট-এর বিভাগীয় প্রধাণ সৈয়দা অনন্যা রহমান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি)-এর সহকারী গবেষক ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফারহানা জামান লিজা এবং অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি)-এর সদস্য সচিব ও প্রজেক্ট ডিরেক্টর এবং ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক মো. বজলুর রহমান।

প্রতি বছর সিগারেটের দাম বাড়লেও বাংলাদেশে অবৈধ সিগারেটের পরিমাণ খুবই সীমিত

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ২৬ জানুয়ারি ২০২২, প্রবন্ধটি উপস্থাপন করা হয় আর্ক ফাউন্ডেশন আয়োজিত টোব্যাকো কন্ট্রোল ক্যাপাসিটি প্রোগ্রামের একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আর্ক ফাউন্ডেশন নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের

দেশগুলোতে তামাকজনিত ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে এই অংশীজন মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। যুক্তরাজ্যের গ্লোবাল চ্যালেঞ্জস রিসার্চ ফান্ডের টোব্যাকো কন্ট্রোল ক্যাপাসিটি প্রোগ্রামের তত্ত্বাবধানে এই সভার আয়োজন করা হয়।

আর্ক ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির বিভাগের অধ্যাপক রুমানা হক তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ বিষয়ে তার গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপনে বলেন, অধিকাংশ মানুষ মনে করেন যে তামাক কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার থাকা তামাক নিয়ন্ত্রণে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আর্টিকেল ৫.৩ এর অতি দ্রুত বাস্তবায়ন প্রয়োজন এবং একই সাথে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা বাড়ানো প্রয়োজন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এবং আর্ক ফাউন্ডেশনের গবেষক এস এম আব্দুল্লাহ তার গবেষণায় তুলে ধরেন বাংলাদেশের খুচরা দোকানগুলোতে যে পরিমাণে সিগারেট বিক্রি হয় তার প্রায় ৫.২% সিগারেট কোন না কোনভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য সিগারেট প্যাক সম্পর্কিত আইন লঙ্ঘন করে। তামাক কোম্পানিগুলো দাবী করে তামাকের উপর কর বাড়ালে দেশে অবৈধ বাণিজ্য বেড়ে যাবে। কিন্তু সেটা যে সঠিক নয় তা এখন প্রমাণিত। কারণ প্রতি বছর সিগারেটের দাম বাড়লেও গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশে অবৈধ সিগারেটের পরিমাণ খুবই সীমিত।

অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড: নাসির উদ্দিন আহমেদ, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. নুরুল আমিন ও সেন্টার ফর ল এন্ড পলিসি এ্যাফেয়ার্সের সেক্রেটারি এডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম তাহিন।

'তামাক পণ্যে কর বৃদ্ধির সম্ভাব্য প্রভাব' শীর্ষক আলোচনা সভায় জরিপের ফলাফল

গত ২৬ জানুয়ারি ২০২১, ঢাকার বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে আয়োজিত 'তামাক পণ্যে কর বৃদ্ধির সম্ভাব্য প্রভাব' শীর্ষক আলোচনা সভায় জরিপের ফলাফল তুলে ধরা হয়। প্রতি অর্থবছরের বাজেটেই ধূমপান ও তামাকজাত পণ্যের দাম বাড়ানো হয়। জরিপের তথ্য অনুযায়ী, সিগারেটের দাম বাড়লেও মাত্র ৩০%-এর মতো ধূমপায়ী এই অভ্যাস ছাড়তে বা কমাতে পারবেন। পক্ষান্তরে, সিগারেটের দাম যতই বাড়ুক না কেন, ৭০%-এর বেশি ধূমপায়ীই তাদের ধূমপানের অভ্যাসে কোনোরকম পরিবর্তন আনবেন না। এছাড়া, জরিপে অংশগ্রহণকারী ৩৮% ব্যক্তি জানিয়েছেন দাম বাড়লে তারা কম দামি ব্র্যান্ডের সিগারেট বেছে নেবেন।

উন্নয়ন সমন্বয়ের প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, 'যে হারে সিগারেটের ওপর কর বসেছে এর চেয়ে এসব মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে মানুষ সিগারেট ছেড়ে দিচ্ছে না'। তামাকের ব্যবহার কমাতে উল্লেখযোগ্য হারে শুল্ক বসানো আর জনসচেতনতার ওপরও জোর দেয়ার কথা জানান তিনি। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী হোসেন আলী খোন্দকার বলেন, "চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন বাড়লে প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর কর বাড়ানো উচিত, উৎপাদন কমে গেলে করও কমিয়ে আনা উচিত। এ প্রক্রিয়ায় ফিলিপাইন অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে।"

সৌজন্যে: ঢাকা ট্রিবিউন

‘তামাকজাত দ্রব্যের কর ফাঁকি এবং তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ’ শীর্ষক অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্টের উদ্যোগে ‘তামাকজাত দ্রব্যের কর ফাঁকি এবং তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ’ শীর্ষক অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা বলেন, তামাক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাক মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। মূল্য ও কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক পণ্য ভোক্তার ক্রয়

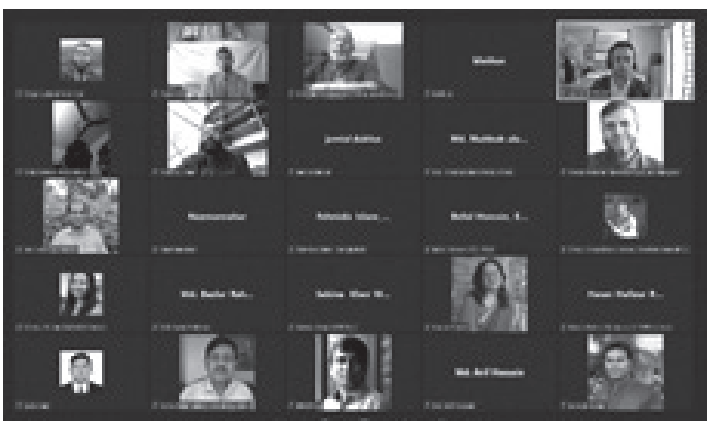

ক্ষমতার উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া বিশ্বব্যাপী তামাক নিয়ন্ত্রণে অন্যতম গ্রহণযোগ্য পন্থা। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলোর হস্তক্ষেপের ফলে এ প্রত্যয় বাস্তবায়ন প্রতিনিয়ত কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে সভায় সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এটিএন বাংলার নিউজ এডিটর এবং এ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলাইন্সের যুগ্ম আহবায়ক নাদিরা কিরণ, ব্যুরো অফ ইকোনমিক রিসার্চ এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল, দৈনিক শেয়ারবিজ এর সিনিয়র রিপোর্টার মো: মাসুম বিল্লাহ। ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রকল্প কর্মকর্তা সামিউল হাসান সজীব এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রকল্প কর্মকর্তা মিঠুন বৈদ্য। সারাদেশ থেকে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর সদস্য সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ সভায় অংশগ্রহণ এবং তাদের মতামত প্রদান করেন।

কর বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ৭ মার্চ ২০২২, সিরডাপ মিলনায়তনে তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কাজী জেবুন্নেছা বেগম, অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ব স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

কর্মশালায় আরো বক্তব্য রাখেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ, বিসিআইসি সাবেক চেয়ারম্যান ও সিটিএফকে-বাংলাদেশ'র লিড পলিসি এডভাইজর জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, সাবিনা ইয়াসমীন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, নাজমুল হক খান অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, রাশেদা আক্তার, অতিরিক্ত সচিব (বাজেট অনুবিভাগ), স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত সচিব) জনাব হোসেন আলী খোন্দকার, জনাব মো. হামিদুর রহমান খান, যুগ্মসচিব-অনলিয়েন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, নিলুফার নাজনীন, যুগ্মসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জনাব এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, জনাব সৈয়দ মাহফুজুল হক, ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট, দ্যা ইউনিয়ন প্রমুখ। কর্মশালায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আন্তর্জাতিক ও তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংস্থা'র প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ হলে হৃদরোগের চিকিৎসায় বিনামূল্যে চিকিৎসা সম্ভব

সমস্বর প্রতিবেদক: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ মারা যায় হৃদরোগ ও স্ট্রোকের কারণে। বর্তমানে দেশে সাধারণত শহুরে জীবনে যথেষ্ট পরিমাণ শারীরিক পরিশ্রম না করার ফলে ডায়বেটিস, হার্টের রোগ, স্ট্রোক, প্যারালাইসিসের ঝুঁকি বাড়ছে। পাশাপাশি শরীরে কোলস্টোরেলের মাত্রাও বাড়ছে। একইসঙ্গে ধূমপানের কারণে খাদ্যনালী, জিহ্বা, ফুসফুস, বৃহদান্ত্রে ক্যান্সারের ঝুঁকিসহ মস্তিষ্কের রক্তনালী ব্লক হয়ে স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি অনেকাংশে বেড়ে গেছে। হাত বা পায়ের রক্তনালী ব্লক হয়ে ঐ অঙ্গ অকেজো হওয়া থেকে শুরু করে অঙ্গহানির ঘটনাও ঘটছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

হৃদরোগ অকাল মৃত্যুর সবচেয়ে বড় কারণ। বিশ্বে প্রতিবছর হৃদরোগজনিত কারণে অন্তত ১ কোটি ৭৯ লাখ মানুষ মারা যায় বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যে উঠে এসেছে। অন্যদিকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, প্রতিবছর বাংলাদেশে মোট মৃত্যুর ৬৭ ভাগই হচ্ছে অসংক্রামক রোগে। এর মধ্যে ৩৬ দশমিক ১ শতাংশই হৃদরোগী। অন্যদিকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, প্রিম্যাচিউরড হার্ট ডিজিজ বা ৫০ বছরের পরপরই অকাল মৃত্যু বেশি হচ্ছে। এমনকি ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়সিরাও হৃদরোগে মারা যাচ্ছেন। এর কারণ দেশের বেশির মানুষের অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস। একইসঙ্গে তাদের একটি বড় অংশ তামাক ব্যবহার করে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালে দেশে মোট ৮ লাখ ৫৪ হাজার ২৫৩ জন মানুষ নানা কারণে মারা গেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১ লাখ ৮০ হাজার ৪০৮ জন মারা গেছেন হার্ট এ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মানুষের মৃত্যু হয়েছে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে মারা গেছেন ৮৫ হাজার ৩৬০ জন। আর সবচেয়ে আলোচিত ভাইরাস কোভিড-১৯ এ মারা গেছে ৮ হাজার ২৪৮ জন।

তামাকজাত দ্রব্য বিশেষত ধূমপান হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম বড় কারণ। ফলে রোগী বাড়ার পাশাপাশি এ খাতে চিকিৎসা ব্যয়ও বাড়ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (বিইআর) এর তামাক কর প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসা ব্যয় বের করার জন্য সম্প্রতি তথ্য সংগ্রহ করে। এক্ষেত্রে হার্টের চিকিৎসার জন্য দেশের শীর্ষ তিন হাসপাতালকে বেছে নেয়া হয়। হাসপাতাল তিনটি হলো–জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন।

বাংলাদেশে হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য অনেকগুলো সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল রয়েছে। কিন্তু সারা দেশের অধিকাংশ হৃদরোগী উপর্যুক্ত তিনটি হাসপাতালে হৃদরোগের উচ্চতর চিকিৎসা নিয়ে থাকেন।

এ তিন হাসপাতালের তথ্য উপাত্ত থেকে দেখা গেছে ২০২১ সালে হাসপাতাল তিনটিতে হৃদরোগের চিকিৎসা নিয়েছে ৪ লাখ ৯৮ হাজার ৫৩৮ জন। এর মধ্যে ভর্তি হয়ে (ইনডোরে) চিকিৎসা নিয়েছেন ১ লাখ ৮০৫ জন এবং আউটডোরে চিকিৎসা নিয়েছেন ৩ লাখ ৯৭ হাজার ৭৯৩ জন।

২০২১ সালে উপর্যুক্ত তিন হাসপাতালে ইনডোরে চিকিৎসা নেয়া ১ লাখ ৮০৫ জন রোগীর মধ্যে এনজিওগ্রাম করেছেন মোট ১৯২৭০ জন। এসব রোগীর মধ্যে জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউটে (এনআইসিভিডি) ৬১৪২ জন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) ১৫৩৭ জন ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে (এনএইচএফ) ১১৫৯১ জন রোগী। অন্যদিকে মোট রিং লাগিয়েছেন ৯২৮২ জন। তাদের মধ্যে এনআইসিভিডিতে ২৫২৫ জন, বিএসএমএমইউতে ৮৩৪ জন ও এনএইচএফ এ ৫৯২৩ জন।

ওই বছরে হৃদযন্ত্রের বাইপাস সার্জারি হয় মোট ২১৫১ জনের যাদের ৫৬৯ জন এনআইসিভিডি, ২৩৮ জন বিএসএমএমইউ এবং ১৩৪৪ জন এনএইচএফ এ সার্জারি করিয়েছেন।

আসন্ন অর্থবছরে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ হলে প্রায় ৩৯.৬ হাজার কোটি টাকা কর রাজস্ব আয় হবে যা গত অর্থবছরের তুলনায় ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা বেশি। অতিরিক্ত এ রাজস্বের মাত্র ৪.৪৫ শতাংশ ব্যয় করলে সকল হৃদরোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সম্ভব। এ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (বিইআর) ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোবাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) যৌথভাবে একটি গবেষণা সম্পন্ন করেছে। হাসপাতালগুলোতে রোগীরা হার্ট অ্যাটাকের বিভিন্ন পর্যায়ে এসে চিকিৎসা নিয়েছেন। ফলে বিশাল এ সংখ্যার চিকিৎসা ব্যয় সুনির্দিষ্টভাবে নিরূপন করা দুরূহ বিষয়। কারণ এসব রোগীর কিছু সংখ্যক তাদের হার্টে স্টেন্ট (রোগীর ভাষায় রিং) লাগিয়েছেন। আবার অনেকে এনজিওগ্রাম করা পর্যন্ত চিকিৎসা নিয়েছেন।

অনেকের এনজিওগ্রাম করার পর অধিকতর চিকিৎসার প্রয়োজন পড়েনি। আবার রিং লাগানো অনেক ব্যয় বহুল হওয়ায় অনেকে রিং লাগান নি। যারা আর্থিকভাবে কিছুটা স্বচ্ছল তারা অধিকাংশ সময় এনজিওগ্রাম করার সময়ই রিং লাগিয়ে ফেলেন। ফলে সুনির্দিষ্টভাবে চিকিৎসা ব্যয় নিরূপনের জন্য হার্ট এ্যাটাকের পর এনজিওগ্রাম ও রিং লাগানো পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা ব্যয় খুঁজে দেখা যেতে পারে। উল্লিখিত তিন হাসপাতালের ধরন ও বরাদ্দের ভিত্তিতে চিকিৎসা ব্যয়েও পার্থক্য রয়েছে। এক্ষেত্রে হাসপাতাল ভেদে এনজিওগ্রাম পর্যন্ত চিকিৎসার নূন্যতম ব্যয় ১৯৭৩০ টাকা থেকে ৫২ হাজার ৩০০ টাকা। এনজিওগ্রাম পর্যন্ত গড় ব্যয় ৪০ হাজার ১২৫ টাকা। অন্যদিকে হাসপাতাল ভেদে হার্টে রিং লাগানোর খরচও একেক রকম। উল্লিখিত তিন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য এবং সেবা নেয়া রোগীর চিকিৎসা ব্যয়ের হিসাব বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, একটি রিং লাগানো এবং তার চিকিৎসা ব্যয় গড়ে নূন্যতম ১ লাখ ৭৭ হাজার ২৫৪ টাকা। এ হিসাব ৭ দিন হাসপাতালে অবস্থানের জন্য।

এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করে দেয়া প্রতিটি রিংয়ের সর্বনিম্ন মূল্য ৬২০০০ টাকা ধরেই হিসাব করা হয়েছে। ফলে একটি রিং ও রিংয়ের সঙ্গে একাধিক বেলুন এবং রিং লাগানোর খরচসহ হাসপাতাল ভেদে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৪৫৬ টাকা থেকে ১ লাখ ৯৭ হাজার ৬৭৬ টাকা। এক্ষেত্রে মূল্যবান রিং (মূল্য প্রায় ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত) লাগালে চিকিৎসা ব্যয় বেড়ে যায়। একইসঙ্গে হার্ট এ্যাটাকের কয়েক মাস পর রিং লাগালে চিকিৎসা ব্যয় বাড়ে বলেও ভর্তিকৃত রোগীদের তথ্যে উঠে এসেছে। বাইপাস সার্জারীর ক্ষেত্রে সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায়, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে রোগীর ব্যয় হয় ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যয় হয় ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। অন্যদিকে জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউটে খরচ ৫০ হাজার টাকা। গড়ে এই ব্যয় হলো ২,০৮,০৯৪ টাকা। এই তিন হাসপাতালে যতজন এনজিওগ্রাম করেন, রিং লাগানো পর্যন্ত চিকিৎসা সেবা নেন এবং বাইপাস সার্জারি করেন তাদের মোট চিকিৎসা ব্যয় হিসাব করে দেখা যায় এনজিওগ্রামের জন্য এই তিন হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণকারীগণ মোট ব্যয় করেন প্রায় ৭৭ কোটি ৩২ লক্ষ, ৮ হাজার ৭৫০ টাকা, রিং লাগানোর ব্যয় প্রায় ১৬৪ কোটি ৫২ লক্ষ ৭১ হাজার ৬২৮ টাকা এবং বাইপাস সার্জারির মোট ব্যয় ৪৪ কোটি ৭৬ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। এই তিন ধরনের চিকিৎসায় মোট ব্যয় হয় ২৮৬ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা।

প্রতিবছর দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করে এমন সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর আরোপের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেওয়া হয়। এবছর যে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে সেটি বাস্তবায়িত হলে গত বছরের চাইতে ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় সম্ভব হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন বিশেষজ্ঞগণ। হিসাব করে দেখা যাচ্ছে এই অতিরিক্ত রাজস্ব আয় থেকে মাত্র ৩.১২% টাকা বরাদ্দ দিলেই এই তিনটি হাসপাতালে এনজিওগ্রাম করা ও রিং লাগানো রোগীদের চিকিৎসা ফ্রি করে দেয়া সম্ভব। যেহেতু এই তিন হাসপাতালে অধিকাংশ হৃদরোগী চিকিৎসা নিয়ে থাকেন, তাই অনুমান করা যায় অতিরিক্ত রাজস্ব আয় থেকে সর্বোচ্চ ৫% এর মত টাকা বরাদ্দ করলেই সারা দেশের নিম্ন বিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জন্য অনুরুপ হৃদরোগের চিকিৎসা ফ্রি করে দেয়া সম্ভব।

তাদের তুলে ধরা কিছু সুপারিশ হচ্ছে , প্রস্তাবিত কর কাঠামো বাস্তবায়ন করা এবং সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা, নির্ধারিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে ক্রেতাদের কাছে সিগারেট বিক্রিতে বাধ্য করা ও তামাকজাত দ্রব্য হতে আদায়কৃত রাজস্বের অতিরিক্ত অংশ দিয়ে বিনামূল্যে হৃদরোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে হৃদরোগীর হার যেভাবে বাড়ছে প্রকৃতপক্ষে হয়তো এর সংখ্যা আরো ভয়াবহ। কারণ হাসপাতাল ঘুরে দেখা গেছে রোগীদের অনেকেই জানতেন না তারা দীর্ঘদিন ধরেই হার্টের অসুখে ভুগছেন। অনেকে দুই বা তৃতীয় বার হার্ট অ্যাটাকের পর পরিস্থিতি ভয়াবহ হলে চিকিৎসা নিতে হাসপাতালে ছুটেছেন। গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ রোগী বুকের বাম পাশে দীর্ঘদিন ব্যথা অনুভব করে আসলেও যথা সময়ে ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়ে কেবল ব্যাথার ওষুধ খেয়ে এসেছেন। ফলে প্রাথমিকভাবে হার্টের চিকিৎসা না নেয়া এবং সচেতন না হবার কারণে অধিকাংশ মানুষের স্বাস্থ্যই জটিলাকার ধারণ করছে।

অন্যদিকে উল্লিখিত তিন হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বলে জানা গেছে তারা সবাই প্রায় এনজিওগ্রাম ও রিং লাগিয়েছেন। যারা দীর্ঘদিন ধরে ধূমপান এবং নানা ধরনের তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণ করেন। ফলে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপের মাধ্যমে মূল্য বৃদ্ধি করে আয়কৃত রাজস্ব হার্টের চিকিৎসায় বরাদ্দ দেয়া সময়ের দাবি।

তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা প্রয়োজন

সমস্বর প্রতিবেদক: জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে সব ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট হারে করারোপ জরুরি। গত ২৪ জানুয়ারি ২০২২, জাতীয় সংসদের পার্লামেন্ট মেম্বার'স ক্লাবে 'জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে প্রত্যাশিত তামাক কর ব্যবস্থাপনা ও করণীয়' শীর্ষক একটি আলোচনা সভায় জাতীয় সংসদ সদস্যরা এ অভিমত ব্যক্ত করেন। দ্যা ইউনিয়ন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (বিইআর) ও ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) এ আলোচনা সভার আয়োজন করে।

গাইবান্ধা-১ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারির সভাপতিত্বে সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আব্দুল্লাহ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, পাবনা-১ আসনের মো. সামসুল হক টুকু এমপি।

এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন, চাঁপাই নবাবগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য মো. হারুনর রশিদ এমপি, সংরক্ষিত নারী আসনের আবিদা আঞ্জুম মিতা এমপি। এছাড়া অনলাইন জুমের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ-১ আসনের ডা. হাবিবে মিল্লাত এমপি, নীলফামারি-৩ আসনের রানা মোহাম্মদ সোহেল এমপি ও সংরক্ষিত নারী আসনের অপরাজিতা হক এমপি অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি) এর সমন্বয়কারী হোসেন আলী খোন্দকার, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহাদৎ হোসেন মাহমুদ, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. গণেশ চন্দ্র শাহা, হার্ট ফাউন্ডেশনের অধ্যাপক ড. সোহেল রেজা চৌধুরী, ক্যান্সার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দীন ফারুক, ভাইটাল স্ট্রাটেজিসের প্রোগ্রাম হেড মো. শফিকুল ইসলাম, দ্যা ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রুমানা হক।

তামাক কর বৃদ্ধি করলে কমবে ধূমপায়ী, বাড়বে রাজস্ব আদায়

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১, তামাক কর বৃদ্ধি বিষয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

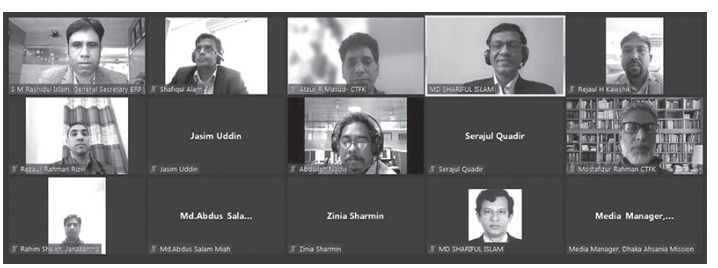

উক্ত সভায় তারা বলেন, বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাঁধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক-কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।'

ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামের সহ-সভাপতি শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি এডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশেদুল ইসলাম।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. শরিফুল ইসলামের সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে যখন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ' করা এবং এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

সরকার যদি তামাক কর বৃদ্ধি করে তবে সিগারেট ব্যবহারকারীর অনুপাত ১৫.১% থেকে ১৪.০৩% হবে। ১৩ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক সিগারেট ব্যবহার ছেড়ে দেবেন ও ৯ লক্ষ তরুণ সিগারেট ব্যবহার শুরু করা থেকে বিরত থাকবেন। এছাড়া ৮ লক্ষ ৯০ হাজার অকাল মৃত্যু রোধ করা যাবে। আর ৯ হাজার ২ শত কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে সিগারেট বিক্রয় থেকে।

সৌজন্যে: বার্তা ২৪

তামাক ব্যবহার শূন্যের কোঠায় আনতে অ্যাপ চালু করল 'হু'(ডব্লিউএইচও)

বিশ্বজুড়ে তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসতে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১, থেকে 'কুইট টোব্যাকো অ্যাপ' চালু করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। সিগারেট ও ধোঁয়াবিহীন যাবতীয় তামাক পণ্য ছাড়তে চান যারা তাদের সহায়তা করবে এই অ্যাপটি।

ভারতের দক্ষিণপূর্ব এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক **ড. পুনম ক্ষেত্রপাল সিং** বলেন, "তামাক যেকোনো রূপেই প্রাণঘাতী"। ক্ষতিকারক জেনেও বিভিন্ন কারণে ছাড়তে অক্ষম এমন মানুষকে তামাক ত্যাগ করতে সহায়তা করার জন্য এই অ্যাপের মতো উদ্ভাবনী পদ্ধতির খুব প্রয়োজন। এই অ্যাপটি ধূমপান ছাড়তে চাওয়া ব্যক্তিদের ধূমপানে আসক্তি কমানো, ধূমপান ছাড়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণসহ বিভিন্ন মানসিক সহায়তা দেবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

ডব্লিউইচওর তথ্য অনুযায়ী, ২০০০ সালের পর থেকে গত ২১ বছরে বিশ্বের যেসব অঞ্চলে দ্রুতহারে ধূমপায়ীর সংখ্যা কমেছে, সেসবের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আছে ভারতের দক্ষিণপূর্ব এশিয়া। কিন্তু এখনও এই অঞ্চলে ধূমপায়ীদের শতকরা হার বিশ্বের অন্য যে কোনো অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ধূমপান বন্ধে সম্প্রতি শুরু হওয়া 'ধূমপান ছাড়তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ' প্রচারাভিযানের আওতায় এই অ্যাপটি আনা হয়েছে।

তামাক বিশ্বের প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর প্রধান কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি বছর বিশ্বে প্রায় ৮০ লাখ মানুষ ধূমপানের কারণে মারা যায়।

সৌজন্যে: বার্তা ২৪

সিগারেটের ৯৬% ভ্যাট দেয় ভোক্তারা

সমস্বর প্রতিবেদক: জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থেকে তামাক কর ও মূল্য পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছে তামাক বিরোধী নেতারা। তামাক পণ্যে কর ও মূল্য বৃদ্ধি ঠেকাতে প্রতি বছর বাজেটের আগে বিভিন্ন কূটকৌশল অবলম্বন করে থাকে তামাক কোম্পানিগুলো। সিগারেট থেকে যে রাজস্ব আসে তার প্রায় পুরোটাই (৯৬%) ভোক্তা প্রদান করে পরোক্ষ কর হিসেবে। সভাপতির বক্তব্যে হেলাল আহমেদ তার বক্তব্যে বলেন, সচিত্র সতর্কবাণীর আইন ২০১৬ সালে আইন পাস হলেও এখনো এটা পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর নয়। কারণ তামাক কোম্পানি তাদের শক্তি প্রদর্শন করে তা করতে বাঁধা সৃষ্টি করছে। তামাক কোম্পানি অপরাধী। কাজেই তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২, প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) আয়োজিত ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের সহযোগিতায় 'তামাক কর ও মূল্য পদক্ষেপ: কোম্পানির কূটকৌশল ও আমাদের করণীয়' শীর্ষক ওয়েবিনারে এসব তথ্য জানানো হয়। প্রজ্ঞা'র পক্ষ থেকে এক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরেন তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প প্রধান হাসান শাহরিয়ার।

বাংলাদেশে সিগারেটে কর অনেক বেশি, কর বাড়ালে চোরাচালান বাড়বে এবং সরকার রাজস্ব হারাবে, বিড়ির ওপর কর বাড়ানো হলে লাখ লাখ শ্রমিক বেকার হবে, সবচেয়ে বেশি কর দেয় তামাক কোম্পানি, কর বেশি হলে দেশে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হবে এবং এ সকল মিথ্যা তথ্য প্রচারের মাধ্যমে জনগণ ও নীতিনির্ধারকদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করে তামাক কোম্পানি। অথচ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০২১ সালের তথ্যমতে, সবচেয়ে কম দামে সিগারেট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬৫টি দেশের মধ্যে ১০৭তম। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে সবচেয়ে কমদামি সিগারেটের মূল্য বাংলাদেশের কমদামি সিগারেটের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। কার্যকর করারোপের অভাবে বাংলাদেশে সিগারেট সস্তা থেকে যাচ্ছে। সিগারেটের রাজস্ব ফাঁকি তথা অবৈধ বাণিজ্য নিয়ে প্রচারণা নীতিনির্ধারকদের বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা মাত্র। সিগারেট থেকে যে রাজস্ব আসে তার প্রায় পুরোটাই (৯৬%) পরোক্ষ কর হিসেবে প্রদান করে ভোক্তা। কাজেই সিগারেট কোম্পানিগুলো সবচেয়ে বেশি কর দেয় এটি মোটেও সত্য নয়।

অন্যদিকে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের বিড়ি শিল্পে কর্মরত নিয়মিত, অনিয়মিত এবং চুক্তিভিত্তিক মিলিয়ে পূর্ণসময় কাজ করে ৪৬ হাজার ৯১৬ জন। বিড়ি শ্রমিকদের সংখ্যা নিয়ে মালিকপক্ষ এ ধরণের অসত্য তথ্য প্রচার করে নীতিনির্ধারকদের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করে থাকে।

ওয়েবিনারে আলোচক ছিলেন ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকা ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) বাংলাদেশ এর লিড পলিসি অ্যাডভাইজর মো. মোস্তাফিজুর রহমান, ভাইটাল স্ট্রাটেজিস এর বাংলাদেশ কান্ট্রি অ্যাডভাইজার মো. শফিকুল ইসলাম, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ এর ইপিডেমিওলজি এন্ড রিসার্চ বিভাগের অধ্যাপক ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী, প্রজ্ঞার নির্বাহী পরিচালক এবিএম জুবায়ের।

সুনির্দিষ্ট করারোপ করে তামাক পণ্যের দাম বাড়াতে হবে

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১, তরুণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির সুরক্ষায় নিম্নস্তরের দশ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য ৫০ টাকা নির্ধারণসহ সব তামাকপণ্যে সুনির্দিষ্ট করারোপের প্রস্তাব করেছে অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স (আত্মা)।

এতে তামাক পণ্যের দাম বাড়বে। পাশাপাশি রাজস্ব আয়ও বাড়বে। অপর দিকে ভোক্তা বেশি দামে তামাক পণ্য কিনতে নিরুৎসাহিত হবেন। আসন্ন বাজেট উপলক্ষে বুধবার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কাছে এ প্রস্তাব দেওয়া হয়।

এনবিআরের সম্মেলন কক্ষে আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রাক-বাজেট এ আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন এনবিআর চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম। সভায় আত্মা'র পক্ষ থেকে বলা হয় উল্লেখিত প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হলে ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব অর্জিত হবে। এছাড়া ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার প্রাপ্তবয়স্ক ও ৪ লক্ষ ৪৮ হাজার তরুণ জনগোষ্ঠির অকাল মৃত্যু রোধ হবে।

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারছেনা। বাংলাদেশে এখনও প্রায় ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক (ধূমপান ও ধোঁয়াবিহীন) ব্যবহার করেন। এ কারণে প্রতিবছর ১ লক্ষ ৬১ হাজারের অধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। আত্মার পক্ষ থেকে আসন্ন বাজেট প্রস্তাবে বলা হয়, প্রতি ১০ শলাকার নিম্ন স্তরে সিগারেটের খুচরা মূল্য ৫০ টাকা নির্ধারণ করে ৩২.৫০ টাকা, মধ্যম স্তরে ৭৫ টাকা নির্ধারণ করে ৪৮.৭৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করতে হবে।

একইভাবে ১০ শলাকার উচ্চস্তরে খুচরা মূল্য ১২০ টাকা নির্ধারণ করে ৭৮ টাকা, প্রিমিয়াম স্তরে খুচরা মূল্য ১৫০ টাকা নির্ধারণ করে ৯৭.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করতে হবে। আর ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১১.২৫ টাকা, ফিল্টারযুক্ত ২০ টাকা নির্ধারণ করে ৯ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করা হয়। পাশাপাশি প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার খুচরা মূল্য ৪৫ টাকা নির্ধারণ করে ২৭ টাকা ও ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করতে বলা হয়। এছাড়া সকল তামাকপণ্যের খুচরা মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বহাল থাকবে। প্রাক-বাজেট সভায় জাতীয় রাজস্ববোর্ড কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে আত্মা'র প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নিয়েছেন শাহনাজ মুন্নী, প্রধান বার্তা সম্পাদক, নিউজ টুয়েন্টিফোর, মনির হোসেন লিটন, অ্যাডিশনাল চিফ নিউজ এডিটর, একাত্তর টেলিভিশন, মর্তুজা হায়দার লিটন, চিফ ক্রাইম করেসপন্ডেন্ট, বিডিনিউজ২৪.কম এবং কনভেনর।

এছাড়া আত্মা কো-কনভেনর এটিএন বাংলা নিউজ এডিটর নাদিরা কিরণ এবং দৈনিক যুগান্তরের সিনিয়র রিপোর্টার মিজান চৌধুরী। সভায় এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, 'তামাকজনিত স্বাস্থ্য ব্যয় যে অনেক বেশি তা আমরাও জানি। কর ও দাম বৃদ্ধির সাথে আরও অন্যান্য বিষয় জড়িত। তবে আমরা চাই তামাক ব্যবহার কমে আসুক। অন্যান্য খাত থেকে আমাদের রাজস্ব আসবে। সবদিক ভেবেই আত্মা'র প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করা হবে। 'প্রাক-বাজেট সভায় নিম্নোক্ত দাবিসমূহ তুলে ধরা হয়।

সৌজন্যে: দৈনিক যুগান্তর

তামাকপণ্যে সুনির্দিষ্ট করারোপের জন্য সংসদ সদস্যদেরকে চিঠি প্রদান

সমস্বর প্রতিবেদক: জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে সিগারেটসহ সকল তামাকপণ্যে সুনির্দিষ্ট করারোপের মাধ্যমে মূল্যবৃদ্ধির জন্য এবং প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী তামাকমুক্ত বাংলাদেশ ২০৪০ গঠনে একটি শক্তিশালী তামাক শুল্ক-নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য ৩৫০ জন সংসদ সদস্যদেরকে চিঠি দিয়েছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম)-এর সভাপতি কাজী রফিকুল আলম।

সম্প্রতি প্রত্যেক সংসদ সদস্যকে আলাদা আলাদা ভাবে দেওয়া এই চিঠিতে কাজী রফিকুল আলম বলেন, ২০০৯ সাল থেকে বর্তমান সরকারের ধারাবাহিকতায় ব্যাপক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমও ব্যাপকভাবে জোরদার করা হয়েছে। সরকারের তামাক বিরোধী নানাবিধ কার্যক্রমের ফলে তামাক ব্যবহার ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে ১৮.৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। স্বল্প সময়ে তামাকের এই ব্যবহার হ্রাস সরকারের সাফল্যের স্বাক্ষর বহন করলেও বাংলাদেশে এখনও প্রায় ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক (ধূমপান ও ধোঁয়াবিহীন) ব্যবহার করেন। ধূমপান না করেও প্রায় ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ বিভিন্ন পাবলিক প্লেস, কর্মক্ষেত্র ও পাবলিক পরিবহনে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন (গ্যাটস্ ২০১৭)। কাজী রফিকুল আলম তার চিঠিতে আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাক-কর ও দাম বৃদ্ধির জন্য ৩টি প্রস্তাবনা রাখেন। সেগুলো হলো-

১. সকল সিগারেট ব্র্যান্ডে অভিন্ন করভারসহ (সম্পূরক শুল্ক চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৬৫%) মূল্যস্তরভিত্তিক সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরক) শুল্ক প্রচলন করা অর্থাৎ, নিম্নস্তরে প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য ৫০ টাকা নির্ধারণ করে ৩২.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ; মধ্যমস্তরে প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য ৭৫ টাকা নির্ধারণ করে ৪৮.৭৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ; উচ্চস্তরে প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য ১২০ টাকা নির্ধারণ করে ৭৮ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ; এবং প্রিমিয়াম স্তরে প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য ১৫০ টাকা নির্ধারণ করে ৯৭.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

২. ফিল্টারযুক্ত ও ফিল্টারবিহীন বিড়িতে অভিন্ন করভারসহ (সম্পূরক শুল্ক চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৪৫%) সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরক) শুল্ক প্রচলন করা অর্থাৎ, ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১১.২৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ; এবং ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ২০ টাকা নির্ধারণ করে ৯.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

৩. জর্দা এবং গুলের কর ও দাম বৃদ্ধিসহ সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ শুল্ক (সম্পূরক শুল্ক চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৬০%) প্রচলন করা অর্থাৎ, প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার খুচরা মূল্য ৪৫ টাকা নির্ধারণ করে ২৭.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০%) আরোপ; এবং প্রতি ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১৫.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০%) আরোপ করা।

আগামী বাজেট অধিবেশনে তামাকপণ্যে সুনির্দিষ্ট করারোপের মাধ্যমে মূল্যবৃদ্ধির জন্য সমর্থন দেওয়া ও অর্থমন্ত্রীর প্রতি অফিসিয়াল প্রস্তাবনা পত্র (ডিও লেটার) দেওয়ার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম সংসদ সদস্যদের প্রতি আহবান জানান। উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলমের আহবানে সাড়া দিয়ে ইতিমধ্যে ডিও লেটার প্রদান করেছেন ঢাকা-৬ আসনের সংসদ সদস্য কাজী ফিরোজ রশীদ। তামাকের অভিশাপ থেকে দরিদ্র মানুষকে বাঁচাতে হবে।

‘তামাকজাত দ্রব্যের সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন- বর্তমান অবস্থা’ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশঃ

সমস্বর প্রতিবেদকঃ গত ৩০ জানুয়ারি ২০২২, ঢাকা হোটেল গোল্ডেন

ইন-এ টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি), ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভির্সিটি ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা)-এর আয়োজনে ‘তামাকজাত দ্রব্যের সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন- বর্তমান অবস্থা’ শীর্ষক এক গবেষণার ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

৬২ শতাংশ তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কেরই উভয় পাশে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ করা হচ্ছে না। তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার গত বছরের চেয়ে ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৮২ শতাংশে। তবে তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এটা যথেষ্ট নয় বলে মনে করছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞরা। কারণ এই সতর্কবাণী ৬২ শতাংশ মোড়কের উভয়পাশেই মুদ্রণ করা হয় না। অনুষ্ঠানে সচিত্র সতর্কবাণীর হার ৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৯০ শতাংশ জায়গা জুড়ে মুদ্রণের দাবি জানান।

উক্ত অনুষ্ঠানে, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী হেলাল আহমেদের সভাপতিত্বে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের অধ্যাপক ড. সোহেল রেজা চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আব্দুল্লাহ, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান দ্যা ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম, ভাইটাল স্ট্রাটেজিস এর কান্ট্রি ম্যানেজার নাসির উদ্দিন শেখ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. গণেশ চন্দ্র সাহা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি)-এর সদস্য সচিব ও প্রজেক্ট ডিরেক্টর এবং ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক মো. বজলুর রহমান। গবেষণার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি)-এর সহকারী গবেষক ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফারহানা জামান লিজা। এছাড়া অনুষ্ঠানে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং বাংলাদেশে কর্মরত বিভিন্ন সংগঠনের তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞরা।

মূল প্রবন্ধে **ফারহানা জামান লিজা** টিসিআরসির গবেষণায় বেশ কিছু বিষয় তুলে ধরেন, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ৮২% তামাকপণ্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী পাওয়া গেছে; ৬২% মোড়কের উভয়পাশে এই সতর্কবাণী মুদ্রণ করা হয়নি; ৫৮% মোড়কেই পঞ্চাশ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ করা হয়েছে; ২৮% মোড়কের উপরের দিকে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রিত হয়েছে; ৪% মোড়কে ছবির সাথে লিখিত বার্তা প্রদান করেনি; ৪% মোড়কে আইনে প্রদত্ত ছবি না দিয়ে পাশ্ববর্তী দেশের ছবি মুদ্রণ করতে দেখা গেছে; ১৮% মোড়কের লিখিত সতর্কবাণী কালো জমিনে সাদা অক্ষরে মুদ্রিত হয়নি; ৭১% বিড়ির মোড়কের সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যান্ডরোল দিয়ে ঢেকে থাকতে দেখা গেছে; এবং ৫১% মোড়কেই “শুধুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত” মর্মে কোন বাণী প্রদান করা হয়নি; কোনো সিগারেটের কার্টনেই সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী পাওয়া যায়নি।

অনুষ্ঠানে অধ্যাপক **ড. সোহেল রেজা চৌধুরী** বলেন, নীতি পরিবর্তনের জন্য এডভোকেসি আরো জোরদার করতে হবে। যদিও গবেষণায় ফাইন্ডিং এর সীমাবদ্ধতা রয়েছে তারপরও নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ফলোআপ জরুরি। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিসহ কিছু নীতি প্রণয়নের কাজ চলছে। যা আরো জোরদার করা প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে **সৈয়দ মাহবুবুল আলম** বলেন, অনেক সময় দেখা যায় তামাক কোম্পানির অনেক স্বপ্রণোদিত বানানো রিসার্চ ফলাও করে প্রকাশ হয় কিন্তু আমাদের মানসম্মত রিসার্চগুলোও সেভাবে প্রচার হয় না। ফলে আমাদেরকে প্রচারের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিসি ও সিভিল সার্জনসহ সংশ্লিষ্টদেরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য অনুরোধ জানাতে হবে।

এস এম আব্দুল্লাহ তার বক্তব্যে বলেন, তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেজিংয়ের আইন ও নীতি বাস্তবায়ন করা জরুরি। যে তামাক কোম্পানিগুলো এগুলো মানছে না তাদের উৎপাদিত পণ্য অবৈধ বলতে পারি। পাশাপাশি কর ফাঁকি রোধে তামাক পণ্যের স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিংয়ের দিকে যেতে হবে উন্নত দেশের সাথে মিল রেখে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. গণেশ চন্দ্র সাহা বলেন, তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোর কাজে সমন্বয় প্রয়োজন। কারণ আমাদের প্রতিপক্ষ তামাক কোম্পানি অনেক শক্তিশালী। ফলে তাদের বিপক্ষে কাজ করতে তামাক বিরোধী ফোরামগুলোকে আরো শক্তিশালী ভূমিকা পালন করা জরুরি। একইসঙ্গে গবেষণা ফলাফলগুলো উন্মুক্ত করতে হবে।

হেলাল আহমেদ বলেন, টিসিআরসির প্রস্তাবিত স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং মডেলটি ইতিমধ্যেই জন হপকিংস বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করেছে। বিশ্বের অনেক দেশ এ মডেল বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিচ্ছে। আমাদের দেশ থেকে এই ধারণাটি উন্নত বিশ্বের গ্রহণ করা সত্ত্বেও আমরা এখনও এটি বাস্তবায়নের দিকে যেতে পারিনি। আমাদেরকে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার মাধ্যে স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিংয়ের মডেল বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে **আতাউর রহমান মাসুদ** বলেন, সতর্কবাণীর ছবি দেয়ার কথা ছিলো মোড়কের উপরে। কিন্তু সেটা তামাক কোম্পানি প্রভাব খাটিয়ে নিচে নিয়ে চলে আসলো। অনেক চেষ্টার পর এটা আবার মোড়কের উপরে আসার কথা বলা হলেও সেটার বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। গবেষণায় সচিত্র সতর্কবাণীর যে চিত্র উঠে এসেছে তা ভয়াবহ। এটা সারাদেশে বিশেষ করে স্থানীয়ভাবে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রচার করতে হবে।

জনাব নাসির উদ্দিন শেখ বলেন, গবেষণায় যে তথ্য উঠে এসেছে তা সবদিক দিয়েই নেতিবাচক। তামাক কোম্পানি লাইসেন্স প্রাপ্ত খুনি। তারা আইনের তোয়াক্কা না করে নানাভাবে নিজেদের কর্মকান্ড ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছে। কোম্পানি বছরে দেশে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষের জীবন কেড়ে নিচ্ছে।

সৈয়দা অনন্যা রহমান বলেন, তামাক কোম্পানি সিএসআরের অংশ হিসেবে নানা ধরনের প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা করোনায় নানা কর্মতৎপরতা চালাচ্ছে। এগুলো মানুষের নজরে আনার জন্য নানাভাবে প্রচার করছে। যা বিজ্ঞাপন হিসেবে কাজ করছে। এগুলো প্রতিহত করতে হবে।

তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের অংশীদারিত্ব প্রত্যাহার করতে হবে

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ১২ জানুয়ারি ২০২২, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের উদ্যোগে ধানমন্ডি আবাহনী খেলার মাঠের সামনে 'তামাক কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহার করা হোক', শীর্ষক একটি অবস্থান কর্মসূচির আয়োজন করা

হয় তামাক কোম্পানির আগ্রাসন প্রতিহত না করতে পারলে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিহত করতে দ্রুত গাইডলাইন প্রণয়ন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে গ্রহণ করা হচ্ছে নানামুখী পদক্ষেপ। তামাক নিয়ন্ত্রণকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গড়ে তোলার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু তামাক কোম্পানির লাগামহীন হস্তক্ষেপ সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণকে ব্যাহত করছে। আর এধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরীর জন্য কোম্পানিগুলোকে সুযোগ তৈরী করে দিচ্ছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানিতে সরকারের ৯.৮% শেয়ার।

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের উদ্যোগে আয়োজিত এ মানবন্ধনে বক্তারা আরও বলেন, তামাকের মত একটি স্বাস্থ্যহানীকর পণ্য নিয়ন্ত্রণ করতে হলে সরকারের শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। জনস্বাস্থ্য হানীকর পণ্য উৎপাদনকারী একটি কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার তামাক মুক্ত বাংলাদেশ গঠনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।

বক্তারা আরো বলেন, বাংলাদেশে এসেনশিয়াল কমোডিটি এ্যাক্ট এর মতো অনেকগুলো আইনে এখনো তামাক কোম্পানির জন্য সুবিধা রয়ে গেছে। আইনগুলো যুগোপযোগী এবং জনবান্ধব করার পাশাপাশি তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার পুরোপরি প্রত্যাহার করা জরুরি। উক্ত অবস্থান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রকল্প কর্মকর্তা সামিউল হাসান সজীব, মিঠুন বৈদ্য, সাবিনা ইয়াসমিন খান, আরিফ হোসেন, নেটওয়ার্ক কর্মকর্তা আজিম খান, কৃষ্ণা গোমেজ, ইশরাত এবং ইন্সটিটিউট অব ওয়েলবীইং বাংলাদেশ এর পলিসি অফিসার আ.ন.ম মাসুম, প্রোগ্রাম ম্যানেজার বরনী দালবত প্রমুখ।

তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় সীমিতকরণে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা একটি অন্যতম উদ্যোগ

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২, এইড ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে 'তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন' বিষয়ক একটি কর্মশালা জুম অনলাইন প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন এইডের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প কর্মকর্তা জনাব শাগুফতা সুলতানা। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা যথাক্রমে জনাব ড. এ বি এম শরীফ উদ্দিন (যুগ্ম সচিব) ও লস্কার তাজুল ইসলাম (যুগ্ম সচিব), খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সচিব জনাব মোহাম্মদ আজমুল হক, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা জনাব আবু সালেহ মোহাম্মদ নুর-ই সাইদ, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সচিবালয়ের মুখপাত্র সৈয়দা অনন্যা রহমান। কর্মশালায় রাজশাহী ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন এবং খুলনা বিভাগের ৯ টি সদর পৌরসভার সচিব, লাইসেন্স পরিদর্শকগণ এবং তামাক বিরোধী জোটের অন্তর্ভূক্ত সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় 'স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকার' বিভিন্ন নির্দেশনার বিষয়গুলি প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন এইডের প্রকল্প কর্মকর্তা জনাব কাজী মোহাম্মদ হাসিবুল হক। কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন জনাব আবু নাসের অনীক।

আলেচনায় অতিথিবৃন্দ বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর '২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা বাস্তবায়নে সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি উদ্যোগ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রণীত 'তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা'। এই নির্দেশিকার কার্যক্রমের একটি অন্যতম অংশ সকল ধরনের খুচরা তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রেতাদের লাইসেন্সিং এর আওতায় এনে বিক্রয়কে সীমিতকরণ করা। এর আলোকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা সেবাকেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের দোকান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর ব্যত্যয় ঘটলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। একটি এলাকায় যত্রতত্র তামাকজাত দ্রব্যের দোকান থাকতে পারবেনা বলে নির্দেশনা রয়েছে। নির্দেশনাটির আলোকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ মনিটরিং এর মাধ্যমে জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার করে আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে।

গাইডলাইনটির বিভিন্ন ধারা বিস্তারিত আলোকপাত করে বলা হয়, এটি যথাযথভাবে প্রয়োগ যদি নিশ্চিত করা সম্ভব হয় তবে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটি যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করবে। ইতিমধ্যে পাশ্ববর্তী দেশ ভারত, নেপাল, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে এই লাইসেন্সিং ব্যবস্থা কার্যকরের মাধ্যমে ব্যাপক সাফল্য পাওয়া গেছে। সভায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গ করে তামাক কোম্পানির বিজ্ঞাপন প্রচারণা, সিএসআর এর নামে কোম্পানির প্রচারণায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহারের দাবীতে বইমেলা প্রাঙ্গনে ক্যাম্পেইন

সমস্বর প্রতিবেদক: শুধুমাত্র জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা নয় বইমেলার নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে এ স্থানটি ১০০% ধূমপানমুক্ত হওয়া জরুরি। তামাকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষতি থেকে জনসাধারণকে রক্ষায় সরকার ধূমপান ও

তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করেছে। বিগত কয়েক বছর ধরে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার পাশাপাশি মেলার নিরাপত্তা বিধানে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং বাংলা একাডেমীর সমন্বিত উদ্যোগে মেলা প্রাঙ্গনে লাইটার এবং সিগারেট নিয়ে প্রবেশ নিষেধ করা হয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি বাস্তবায়নে সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বাংলা একাডেমীর উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসার দাবীদার।

এছাড়াও সরকারের শেয়ার প্রত্যাহার এবং সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি প্রণয়ন জরুরি। গত ১৫ মার্চ ২০২২ বইমেলা প্রাঙ্গনে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট ও প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের উদ্যোগে একটি অবস্থান কর্মসূচি ও লিফলেট বিতরণ ক্যাম্পেইনে এ দাবী জানানো হয়। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী হেলাল আহমেদ এর নেতৃত্বে উক্ত ক্যাম্পেইনে এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প পরিচালক শাগুফতা সুলতানা, ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (আইডিএফ) এর নির্বাহী পরিচালক শফিউল আযম, কান্দিভিটা সমউন্নয়ন মহিলা সমিতির (কসমস) নির্বাহী পরিচালক মেহনাজ পারভীন মালা, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রকল্প কর্মকর্তা সামিউল হাসান, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের কর্মকর্তা তাহমিনা হামিদ, ডাস্ এর কর্মকর্তা এইচ আর ইমরানসহ তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত অন্যান্য সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

পৌরসভায় তামাকজাত দ্রব্য বিক্রেতাদের স্বতন্ত্র লাইসেন্সের আওতায় আনার কার্যক্রম শুরু

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২, জুম অনলাইন প্লাটফর্মে সিঙ্গাইর ও ধামরাই পৌরসভার সচিব, লাইসেন্স পরিদর্শক ও স্যানিটারি

ইন্সপেক্টরদের অংশগ্রহণে এইড ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে "তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন" বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন ধামরাই পৌরসভার মেয়র মহোদয় জনাব মোহাম্মদ গোলাম কবির এবং সিঙ্গাইর পৌরসভার মেয়র মহোদয় জনাব আবু নাইম মো.বাশার। কর্মশালাটিতে সভাপতিত্ব করেন এইড এর প্রকল্প পরিচালক শাগুফতা সুলতানা এবং সঞ্চালনায় ছিলেন জনাব আবু নাসের অনীক।

অতিথিবৃন্দ তাদের আলোচনায় বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার বিভাগের গাইড লাইন একটি কার্যকর পদক্ষেপ। গাইডলাইন অনুসারে ইতিমধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রেতাদের স্বতন্ত্র লাইসেন্সের আওতায় আনার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। নির্দেশনা অনুসারে অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে ধামরাই ও সিঙ্গাইর পৌরসভাকে তামাকমুক্ত ঘোষণা করা হবে।

তামাক কোম্পানিকে দেয়া পুরস্কার প্রত্যাহারের আহ্বান

সমস্বর প্রতিবেদক: তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৯' দেয়ার নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশে কার্যরত তামাক বিরোধী ২৯টি সংগঠন। তাদের যুক্তি হলো প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার যে ঘোষণা দিয়েছেন, এটি তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। একই সঙ্গে যেভাবে তড়িঘড়ি করে হঠকারী সিদ্ধান্তের

মাধ্যমে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশকে (বিএটিবি) পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে, তা অত্যন্ত লজ্জাকর। তাই অবিলম্বে নিজেদের ভুল স্বীকার করে প্রদত্ত পুরস্কার প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে তারা।

তামাক বিরোধী ২৯টি সংগঠনের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে প্রেরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তারা এ বিষয়ে তাদের অবস্থান তুলে ধরে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০২০-এ তামাক বা তামাক জাতীয় পণ্যভিত্তিক বা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে এই পুরস্কারের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। এ সিদ্ধান্তের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়কে তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছিল। কিন্তু যে বিবেচনায় এই নীতিমালায় তামাক কোম্পানিকে পুরস্কারের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে, সেই একই বিবেচনায় ২০১৯ সালের রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কারের জন্য তামাক কোম্পানিকে বিবেচনা না করলে তা হতো জনস্বার্থের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য বিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত। ফলে তামাক কোম্পানিকে এই পুরস্কার প্রদান সুস্পষ্টভাবে পুরস্কার প্রদান নীতিমালার নৈতিক অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।'

সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ জানানো ২৯টি সংগঠন হলো–এইড ফাউন্ডেশন, আর্ক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ক্যানসার সোসাইটি, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা), বিসিসিপি, বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি), বৃত্ত ফাউন্ডেশন, কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), সিএলপিএ ট্রাস্ট, ডেভেলপমেন্ট অ্যাকটিভিটিস অব সোসাইটি (ডাস), ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর রুরাল পুওর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা (মানস), নাটাব, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন, প্রজ্ঞা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র), তামাক বিরোধী নারী জোট (তাবিনাজ), টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল, উবিনীগ, উন্নয়ন সমুন্নয়, ভয়েস, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট ও ইপসা।

তামাকের অভিশাপ থেকে দরিদ্র মানুষকে বাঁচাতে হবে

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের যে পথ নকশা আমাদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন, আমরা সে পথেই এগিয়ে চলেছি। আর এ অগ্রযাত্রায় যোগ্য নেতৃত্ব দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাই বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ আর স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। করোনা মহামারির মধ্যেও মাথাপিছু আয় বেড়ে আড়াই হাজার ডলারের বেশি হয়েছে। এই খবরগুলো খুশি হওয়ার মতো বটে। তবে একই সঙ্গে আমাদের আরও এগিয়ে যাওয়ার পথে চ্যালেঞ্জ নিয়েও ভাবতে হবে। আমাদের দেশে যারা প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষ তাদের কাছে উন্নয়নের সুফল যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের প্রধানতম কর্তব্য। এ দরিদ্র জনগোষ্ঠীই কিন্তু সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। সর্বশেষ করোনা মহামারীর সময়েও আমরা দেখেছি, তারাই সবচেয়ে বিপদে পড়েছেন। বর্তমানে বৈশ্বিক অস্থিরতার কারণে নিত্য পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়াতেও তারা নতুন করে চাপের মুখোমুখি হতে শুরু করেছেন। সরকার নিশ্চয়ই তার সাধ্যমতো চেষ্টা করছে তাদের জীবন-যাপন যেন এ দুর্যোগের মধ্যেও যতটা সম্ভব মসৃণ রাখা যায়।

সব সময় সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকা দরিদ্র মানুষদের নিয়ে আলাদা করে ভাবা দরকার। এ প্রেক্ষাপটে দরিদ্র পরিবারগুলোর তামাক পণ্য ব্যবহারের রশি টেনে ধরার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া চাই। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য থেকে দেখা যায়, এ দেশের সবচেয়ে দরিদ্র পরিবারগুলো তাদের আয়ের এক-পঞ্চমাংশেরও বেশি ব্যয় করে ফেলছে তামাক পণ্যের পেছনে। অর্থাৎ তাদের যদি এ তামাক পণ্য ব্যবহার থেকে বিরত করা যায় বা অন্তত তাদের তামাক ব্যবহারের পরিমাণ কমানো সম্ভব হয় তবে তারা একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় করতে পারবেন। ওই অর্থ তারা অন্য কাজে ব্যবহার করে নিজেদের জীবনমান উন্নত করতে সক্ষম হবেন। বলা বাহুল্য, তামাক ব্যবহারজনিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তাদের পেছনে যে সরকারি টাকা ব্যয় হয় তাও বেঁচে যাবে। আমি নিজে চরের মানুষ। এখনও চরের মানুষের ভোটেই জনপ্রতিনিধি হয়ে দেশ সেবায় নিয়োজিত আছি। চরাঞ্চলের দারিদ্র্য দেশের গড় দারিদ্র্যের চেয়ে বেশি। তাই দরিদ্র মানুষকে তামাকের অভিশাপ থেকে রক্ষার বিষয়টি আমাকে আলাদা করে ভাবায়।

মোট জনসংখ্যার তুলনায় তামাক পণ্য ব্যবহারকারীর অনুপাতের বিচারে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ ১০ দেশের একটি। প্রতি বছর তামাক ব্যবহারজনিত রোগে দেড় লাখের বেশি মানুষ এ দেশে মৃত্যুবরণ করেন। এ প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে পরবর্তী দুই দশকের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সে অনুসারে প্রতি বছর বাজেটেই তামাকপণ্যের উপর কর বাড়ানোর মাধ্যমে এগুলোকে মানুষের ক্রয়সীমার বাইরে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। কিন্তু শুরুতেই যেমন বলেছি, আমাদের মাথাপিছু আয় দ্রুত বাড়ছে। কিন্তু তামাকের ওপর কর যে গতিতে বাড়ানো হচ্ছে, মাথাপিছু আয় তার চেয়ে বেশি গতিতে বৃদ্ধি পাওয়ায় তামাকপণ্য দরিদ্র মানুষের ক্রয়সীমার মধ্যেই থেকে যাচ্ছে। ফলে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের দিকে যে গতিতে এগিয়ে যাওয়া দরকার, তা দৃশ্যমান হচ্ছে না। ২০২১-২২ অর্থবছরেও কেবল দামি সিগারেটের খুচরা মূল্য সামান্য বাড়ানো হয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে নানামুখী চাপে থাকায় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষে তামাকবিরোধী নাগরিক সংগঠনগুলোর সুপারিশ সেভাবে আমলে নেওয়া সম্ভব হয়নি। আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট আগামী জুন মাসে মহান জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত হবে। দেশের অর্থনীতিও এখন ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। এবারও তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠন, গবেষক এবং কর্মীরা একত্রিত হয়ে তামাক পণ্যে যথাযথ করারোপের প্রস্তাবনা সামনে আনতে শুরু করেছেন। আমার বিশ্বাস, এ বছর তাদের প্রস্তাবনাগুলো যতটা সম্ভব জাতীয় বাজেটে প্রতিফলিত হবে।

২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী যখন তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন সে সময়ই এই মহৎ লক্ষ্য অর্জনের পথনকশা আমাদের সামনে হাজির করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তামাক পণ্যে করের কাঠামো ঢেলে সাজানো হবে এবং এক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা দাঁড় করানো হবে যাতে তামাক পণ্যের দাম উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধির ফলে এগুলোর ব্যবহার কমে আসার পাশাপাশি তামাকপণ্য বিক্রি থেকে আসা রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তামাক বিরোধী অংশীজনরা আসন্ন অর্থবছরে তামাকপণ্যে করের যে প্রস্তাবনা হাজির করেছেন, তাতে ১৩ লাখ ব্যক্তির তামাক ব্যবহারে নিরুৎসাহিত হওয়া, ৯ লাখ কিশোর বা তরুণের তামাক ব্যবহার শুরু না করা এবং প্রায় ৯ লাখ অকাল মৃত্যুরোধ হওয়ার পাশাপাশি বাড়তি রাজস্ব হিসেবে ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা আসার সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন সেটি বাস্তবায়নের জন্য এ প্রস্তাবনাগুলো বিশেষ সহায়ক হতে পারে। তাই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ বাজেট প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সব কর্তৃপক্ষেরই উচিত হবে এই প্রস্তবনাগুলো যথাসম্ভব আমলে নেওয়া।

তবে মনে রাখা চাই, রাজস্ব আয় বাড়া বা কমা নয়; তামাকপণ্য ব্যবহার কমিয়ে আনার মূল লক্ষ্য হলো জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এ ছাড়া তামাক পণ্য বিক্রি থেকে যে রাজস্ব পাওয়া যায় তার তুলনায় এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অন্তত ৩৪ শতাংশ বেশি। সাধারণভাবেই তামাক বর্জনীয়। ইসলাম ধর্মেও তামাক অগ্রহণীয় বলা হয়েছে। তাই দেশের মানুষকে, বিশেষত যারা দরিদ্র বা নিম্ন আয়ের মানুষ, তাদের তামাকের অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে তামাকপণ্যের ওপর যথাযথ করারোপ করার এখনই সঠিক সময়। এ কারণে সাম্প্রতিককালে তামাক বিরোধী নাগরিকদের পাশাপাশি সংসদ সদস্যরাও তামাক পণ্যে যথাযথ করারোপের বিষয়ে সোচ্চার হয়েছেন। এভাবে সব অংশীজন যদি একত্রে মতবিনিময় করেন এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এগিয়ে যাওয়া যায় তাহলে ২০৪০ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে দেশকে তামাকমুক্ত করা সম্ভব হবে বলেই আমি বিশ্বাস করি।

লেখক: মো. ফরিদুল হক খান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম প্রতিমন্ত্রী। (সৌজন্যে: আমাদের সময়)

- ১৬ পৃষ্ঠার পর...

বাংলাদেশে বৈশিষ্ট্য ও ব্র্যান্ডভেদে সিগারেটে বহুস্তর বিশিষ্ট করকাঠামো চালু থাকায় বাজারে অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য সিগারেট পাওয়া যায়। ফলে ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে ভোক্তা তুলনামূলক কম দামী সিগারেট বেছে নিতে পারছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিগারেটের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে প্রায় একইরকম রয়েছে। বাজারের সস্তা সিগারেট তরুণদের ধূমপানে উৎসাহিত করে তোলো অন্যদিকে নিম্নআয়ের ভোক্তাদের সিগারেট ছাড়তে অনুৎসাহিত করে। কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক পণ্যের সহজলভ্যতা কমিয়ে তরুণদের নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে হবে। না হলে তরুণনির্ভর একটি দেশ হিসাবে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য অচিরেই মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে যেখান থেকে উত্তরণের পথ আমরা সহসাই পাব বলে মনে হয় না। এখনই যদি উচ্চহারে কর আরোপ করে সিগারেটসহ অন্যান্য তামাকপণ্যের দাম তরুণদের নাগালের বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় তবে দেশে নতুন কোনো ধূমপায়ী তৈরি হবে না। দেশ ২০৪০-এর আগেই প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত লক্ষ্যে পৌঁছাবে অর্থাৎ তামাকমুক্ত বাংলাদেশ হবে।

লেখক: মসিউর রহমান রাঙ্গা: সংসদ সদস্য (রংপুর-১), বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ, জাতীয় সংসদ এবং সাবেক প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মমন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। (সৌজন্যে: আমাদের সময়)

তরুণ প্রজন্মকে রক্ষার্থে তামাক করের বৃদ্ধির বিকল্প নাই

তামাক যে মরণঘাতী পণ্য একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা তামাকের পক্ষে বলার মত কিছুই নেই। বিশ্বজুড়ে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর প্রধান আটটি কারণের ছয়টির সাথেই তামাক জড়িত। প্রতি পাঁচটি মৃত্যুর একটির কারণ হলো এই তামাক। তামাক ব্যবহারকারীদের তামাকজনিত রোগ যেমন হৃদরোগ, স্ট্রোক, সিওপিডি বা ফুসফুসের ক্যান্সার হবার ঝুঁকি ৫৭% বেশি এবং তামাকজনিত অন্যান্য ক্যান্সার হবার ঝুঁকি ১০৯% বেশি থাকে। এ কারণে বাংলাদেশে প্রতি বছর ১ লক্ষ ৬১ হাজারেরও বেশি মানুষ তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার জনিত রোগে মৃত্যুবরণ করেন। পঙ্গুত্ব বরণ করেন ৩,৮২,০০০ জন। আমাদের দেশে প্রায় পৌনে ৪ কোটির বেশি মানুষ তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করছেন। বাংলাদেশ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি তামাক ব্যবহারকারী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। অন্যদিকে, এদেশে ধূমপান না করেও পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতির শিকার হচ্ছেন প্রায় ৪ কোটির বেশি মানুষ যা প্রত্যক্ষ ধূমপায়ী সংখ্যার চেয়ে দ্বিগুনেরও বেশি।

বাংলাদেশের মতো জনবহুল একটি দেশে তামাক পণ্য সবার নাগালের ভিতরেই রয়ে গেছে। এখানে সিগারেট ও বিড়ির মূল্য অত্যন্ত সস্তা। জর্দা, গুল, সাদাপাতার মতো ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যে বাজার সয়লাব। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে, ২০১৫-১৬ সালের তুলনায় ২০১৭-১৮ সালে মাথাপিছু জাতীয় আয় (নমিন্যাল) বেড়েছে ২৫.৪ শতাংশ। অথচ এসময়ে বেশিরভাগ সিগারেটের দাম হয় প্রায় অপরিবর্তিত থেকেছে নতুবা সামান্য বেড়েছে। যার কোনই প্রভাব পড়েনি ব্যবহারকারীদের মধ্যে। প্রতিবেশী দেশ যেমন ভারত, শ্রীলংকা, ভূটান, মালদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়ার তুলনায় বাংলাদেশে সিগারেট অনেকগুণে সস্তা।

২০১৬ সালের ৩১ জানুয়ারি দক্ষিণ এশিয়া স্পিকার্স সম্মেলনের সমাপনী বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাক ব্যবহার নির্মূল করার ঘোষণা দেন। এ ঘোষণাটি এতটাই যুগোপযোগী ও প্রাসঙ্গিক ছিল যে, তামাকবিরোধী সকল সংগঠনের কাছে তা প্রশংসিত হয়। পৃথিবীর ইতিহাসেও বিষয়টি রীতিমতো নজির স্থাপন করে। কারণ এর আগে কোন সরকার প্রধান তামাক নির্মূলে এমন সুনির্দিষ্ট টাইম ফ্রেমের ঘোষণা দেননি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার বাস্তবায়ন যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রথম উপায় হিসেবে জনসাধারণের মধ্যে তামাকের ব্যবহার হ্রাস করতে হবে। এজন্য তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য যাতে তাদের কাছে সহজলভ্য না থাকে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে।

তামাক পণ্যের সহজলভ্যতা রোধে অন্যতম একটি পদক্ষেপ হলো তামাক পণ্যের কর বৃদ্ধি করা। কারণ এতে তামাক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে এবং উঠতি বয়সের শিশু কিশোর ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যাবে।

সরকারের তামাক বিরোধী নানাবিধ কার্যক্রমের ফলে তামাক ব্যবহার ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে ১৮.৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তামাক ব্যবহারের অর্থনৈতিক ক্ষতির (চিকিৎসা ব্যয় এবং উৎপাদনশীলতা হারানো) পরিমাণ ছিল ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা। তাই জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে সিগারেটসহ সকল তামাকপণ্যে সুনির্দিষ্ট করারোপের মাধ্যমে মূল্যবৃদ্ধির এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে একটি শক্তিশালী তামাক শুল্ক-নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য দ্রুতই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সাম্প্রতিককালে তামাকের ভয়াবহতা অনুধাবন করে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তরুণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠিই সুনির্দিষ্ট করের মাধ্যমে তামাক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকতা সাপেক্ষে তামাক কর বৃদ্ধি হলে নিম্নে উল্লেখিত সুফল পাওয়া যাবে।

১. তামাক পণ্যে কার্যকর করারোপের মাধ্যমে প্রায় ৯ লক্ষ তরুণকে তামাক ব্যবহার থেকে বিরত করা যাবে এবং প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ তরুণ অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে এটি খুবই সহায়ক হবে।

২. তামাক পণ্যে কার্যকর করারোপের মাধ্যমে বাড়তি ৯,২০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা যাবে। এসডিজির টার্গেট ৩.৪ অর্জনে ২০৩০ সালের মধ্যে অসংক্রামক রোগে মৃত্যু এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনার জন্য এই বাড়তি রাজস্ব ব্যয় করা যায়।

৩. নিম্নস্তরের সিগারেটের মূল্য বেশি বাড়ালে নিম্ন আয়ের সিগারেট ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা করা যাবে। তাঁদের আয়ের ২১% বা এক-পঞ্চমাংশের বেশি ব্যয় হয় তামাক পণ্যের পেছনে। এই অর্থ তামাক পণ্যের পরিবর্তে শিক্ষায় ব্যয় করলে তাঁদের সন্তানদের পড়ালেখার মোট ব্যয় ১১% বাড়ানো সম্ভব।

এছাড়া আগামী বাজেটে তামাক কর বৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত তিনটি প্রস্তাবনা বিবেচনা করার জন্য উপস্থাপন করা হলো-

১। সকল সিগারেট ব্র্যান্ডে অভিন্ন করভারসহ (সম্পূরক শুল্ক চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৬৫%) মূল্যস্তরভিত্তিক সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরক) শুল্ক প্রচলন করা অর্থাৎ,

(ক) নিম্ন স্তরে প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য ৫০ টাকা নির্ধারণ করে ৩২.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ;

(খ) মধ্যম স্তরে প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য ৭৫ টাকা নির্ধারণ করে ৪৮.৭৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ;

(গ) উচ্চ স্তরে প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য ১২০ টাকা নির্ধারণ করে ৭৮ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ; এবং

(ঘ) প্রিমিয়াম স্তরে প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য ১৫০ টাকা নির্ধারণ করে ৯৭.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

২। ফিল্টারযুক্ত ও ফিল্টারবিহীন বিড়িতে অভিন্ন করভারসহ (সম্পূরক শুল্ক চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৪৫%) সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরক) শুল্ক প্রচলন করা অর্থাৎ,

(ক) ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১১.২৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ; এবং

(খ) ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ২০ টাকা নির্ধারণ করে ৯.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

৩। জর্দা এবং গুলের কর ও দাম বৃদ্ধিসহ সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ শুল্ক (সম্পূরক শুল্ক চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৬০%) প্রচলন করা অর্থাৎ,

(ক) প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার খুচরা মূল্য ৪৫ টাকা নির্ধারণ করে ২৭.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০%) আরোপ; এবং

(খ) প্রতি ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১৫.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০%) আরোপ করা।

এর পাশাপাশি সিগারেটের চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বহাল থাকবে।

আমি মনে করি নির্দিষ্টভাবে প্রতি বছর তামাক কর বৃদ্ধি করলে তামাক গ্রহণকারীর সংখ্যা হ্রাস পাবে।

উপরন্তু প্রস্তাবিত তামাক কর সংস্কারের ফলে অতিরিক্ত রাজস্ব অর্জিত হবে, যা দিয়ে সরকার দেশের স্বাস্থ্যখাত ও উন্নয়ন অগ্রাধিকারসমূহে অর্থায়ন করতে পারবে। এটি সরকার এবং জনগণ উভয়ের জন্যই লাভজনক।

তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০৪০ সালে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করে আগামী প্রজন্মকে একটি তামাকমুক্ত দেশ উপহার দেবার জন্য তামাকজাত পণ্যের কর বৃদ্ধি করে মূল্য বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

লেখক: মো. আক্তারুজ্জামান বাবু, সংসদ সদস্য (খুলনা-৬) এবং সদস্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। (সৌজন্যে: সংবাদ প্রতিদিন)

তামাকের ব্যবহার কমাতে কর বৃদ্ধি জরুরি

স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে পৌঁছে গেছি আমরা। অর্থনীতি, সামাজিক অনেক সূচকেই ভালো অবস্থানে রয়েছি আমরা। কিন্তু আমাদের উন্নয়নযাত্রায় বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে হৃদরোগ, ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিসের মতো নানা অসংক্রামক রোগ। কোনো দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অবশ্যই জনস্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, সুস্থ মানুষের শ্রমের বিনিময়েই দেশ সমৃদ্ধ হয়। এজন্যই জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) লক্ষ্য ৩-এ সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের জীবনাচরণ ও অভ্যাসজনিত কারণে অসংক্রামক রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব রোগের পিছনে একটি বড় কারণ তামাক ব্যবহার।

বাংলাদেশে পৌনে চার কোটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক ব্যবহার করেন। বিপুল পরিমাণ তামাক সেবনের ফলও ভয়াবহ। প্রতিবছর দেশে তামাকজনিত রোগে ১ লাখ ৬১ হাজারের বেশি মানুষ মারা যায় এবং বছরে ৪ লাখ লোক হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হয়। অন্যদিকে তামাক ব্যবহারের ফলে তামাকজনিত রোগের চিকিৎসা ও উৎপাদনশীলতা নষ্ট হওয়ার কারণে প্রতিবছর দেশে ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি ক্ষতি হচ্ছে। এছাড়াও তামাক চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, তামাক পণ্য উৎপাদন, কৃষি জমির উর্বরতা হ্রাস, বিড়ি/সিগারেটের ধোঁয়ার পরিবেশগত ক্ষতি রয়েছে। সামগ্রিকভাবেই তামাক জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও অর্থনীতির জন্য বড়ো একটি হুমকি।

তামাকের এই ক্ষতিকর দিকগুলো বিবেচনায় নিয়েই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে ঘোষণা দিয়েছেন, আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার। তিনিই বিশ্বের প্রথম কোনো রাষ্ট্রপ্রধান, যিনি এমন ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি শুধু দেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণাই দেননি, বরং এই লক্ষ্য অর্জনে করণীয় সম্পর্কেও আলোকপাত করেছিলেন। তিনি এজন্য তামাক কর কাঠামো সংস্কার এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করার ওপর জোর দেন।

বাংলাদেশে তামাকের ব্যবহার কমানোর পিছনে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো তামাকজাত দ্রব্যের সহজলভ্যতা। বিশ্বে তামাক সংক্রান্ত এমন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ২০২১ সালের তথ্যমতে, সবচেয়ে কমদামে সিগারেট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬৫টি দেশের মধ্যে ১০৭তম। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে সবচেয়ে কম দামি সিগারেটের মূল্য বাংলাদেশের কমদামি সিগারেটের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। অন্যান্য তামাক দ্রব্যও তুলনামূলকভাবে খুবই সহজলভ্য এখানে।

কার্যকরভাবে করারোপের মাধ্যমে তামাকপণ্যের দাম বাড়ানো হলে তরুণ প্রজন্ম তামাকে আসক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে না। অন্যদিকে নিম্ন আয়ের লোকজনও ব্যবহার কমাতে বাধ্য হবে। স্বাভাবিকভাবেই যেকোনো পণ্যের দাম বাড়লে ধনীর তুলনায় গরিব মানুষের মধ্যে পণ্যের ব্যবহার হ্রাস পায়। একইভাবে তামাকপণ্যের দাম বাড়লেও নিম্নবিত্তরা তামাক ছাড়তে বাধ্য হবে। তবে তামাকের এই দাম বৃদ্ধি হতে হবে মূল্যস্ফীতি ও মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোনো মানুষের আয় বৃদ্ধির তুলনায় তামাকের দাম কম হারে বাড়লে, সেই দাম তার পকেটে চাপ ফেলতে পারবে না। ফলে ব্যবহারও কমবে না। তামাকের দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে এদিকটা মাথায় রাখতে হবে।

তামাক কর কাঠামোর আরেকটি ত্রুটি হলো সিগারেটের চারটি মূল্যস্তর থাকা। এর ফলে দাম বাড়লেই ধূমপায়ীরা নিচু স্তরের সিগারেটের মুখাপেক্ষী হয়। কিন্তু ধূমপান থামে না। তাই সবার আগে সিগারেটের এই স্তররভিত্তিক কর পদ্ধতি বাতিল করা জরুরি। প্রথম দফায় সেটি সম্ভব না হলে ৪ থেকে কমিয়ে ২ স্তরে নামিয়ে আনা যেতে পারে।

বাকী অংশ ১৭ পৃষ্ঠায়...

তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে তরুণ প্রজন্মকে রক্ষা করতে হবে

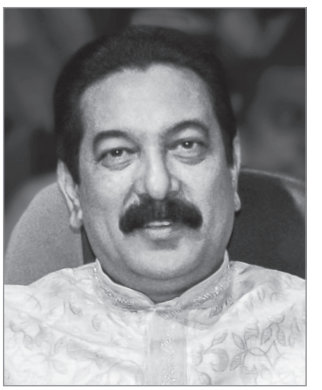

বর্তমানে শহর কি গ্রামে সর্বত্রই তামাক গ্রহণকারীর সংখ্যা প্রচুর। এদের মধ্যে যারা বিড়ি, সিগারেটে আসক্ত তারা কেবল নিজেরই নয়, পরোক্ষভাবে অন্যদেরও ক্ষতি করে। কারণ তামাকের কোনো ভালো দিক নেই। বরং একজন মানুষের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব কটি অঙ্গের ক্ষতি করে তামাক ও তামাকজাত পণ্য। মহিলারা যদি ধূমপায়ী হন তা হলে তার গর্ভের সন্তান মারাত্মক ক্ষতির শিকার হতে পারেন।

আগামী প্রজন্মের জন্যও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বা ক্যারিয়ার নিয়েও কথা হয়। তবে তামাক ও তামাকজাত পণ্যের ক্ষতিকর দিক বিবেচনা করে আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে তামাকমুক্ত করার বিষয়টি খুব একটা গুরুত্ব পায় না। তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব তরুণ সমাজকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে সে বিষয়টি উপলব্ধি করা জরুরি। বিশেষত স্বাস্থ্যগত দিকে তামাকের ক্ষতির বিষয়টি খুবই গুরুত্ব সহকারে দেখা দরকার।

বিশ্বজুড়ে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর প্রধান আটটি কারণের ছয়টির সঙ্গেই তামাক জড়িত। প্রতি পাঁচ মৃত্যুর একটির কারণ হলো এই তামাক। তামাক ব্যবহারকারীর প্রায় অর্ধেক মারা যান তামাকের কারণেই। তামাক ব্যবহারকারীদের তামাকজনিত রোগ যেমন হৃদরোগ, স্ট্রোক, সিওপিডি বা ফুসফুসের ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি ৫৭ শতাংশ বেশি এবং তামাকজনিত অন্যান্য ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি ১০৯ শতাংশ বেশি থাকে। এ কারণে বাংলাদেশে প্রতিবছর ১ লাখ ৬১ হাজারেরও বেশি মানুষ তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারজনিত রোগে মৃত্যুবরণ করেন। পঙ্গুত্ববরণ করেন ৩,৮২,০০০ জন। আমাদের দেশে প্রায় পৌনে ৪ কোটির বেশি মানুষ তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করছেন। বাংলাদেশ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি তামাক ব্যবহারকারী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। অন্যদিকে এ দেশে ধূমপান না করেও পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতির শিকার হচ্ছেন প্রায় ৪ কোটির বেশি মানুষ যা প্রত্যক্ষ ধূমপায়ী সংখ্যার চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি।

অথচ বাংলাদেশের মতো জনবহুল একটি দেশে তামাক পণ্য সবার নাগালের ভেতরেই রয়ে গেছে। এখানে সিগারেট ও বিড়ির মূল্য অত্যন্ত সস্তা। জর্দা, গুল, সাদাপাতার মতো ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যে বাজার সয়লাব। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, ২০১৫-১৬ সালের তুলনায় ২০১৭-১৮ সালে মাথাপিছু জাতীয় আয় (নমিন্যাল) বেড়েছে ২৫.৪ শতাংশ। অথচ এ সময়ে বেশিরভাগ সিগারেটের দাম হয় প্রায় অপরিবর্তিত থেকেছে নতুবা সামান্য বেড়েছে। যেটার কোনোই প্রভাব পড়েনি ব্যবহারকারীদের মধ্যে। প্রতিবেশী দেশ যেমন ভারত, শ্রীলংকা, ভুটান, মালদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়ার তুলনায় বাংলাদেশে সিগারেট অনেকগুণে সস্তা।

২০১৬ সালের ৩১ জানুয়ারি দক্ষিণ এশিয়া স্পিকার্স সম্মেলনের সমাপনী বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাক ব্যবহার নির্মূল করার ঘোষণা দেন। এ ঘোষণাটি এতটাই যুগোপযোগী ও প্রাসঙ্গিক ছিল যে, তামাক বিরোধী সব সংস্থাসহ সর্বক্ষেত্রে তা প্রশংসিত হয়। পৃথিবীর ইতিহাসেও বিষয়টি রীতিমতো নজির স্থাপন করে। কারণ এর আগে কোনো দেশের সরকার প্রধান তামাক নির্মূলে এমন নির্দিষ্ট টাইম ফ্রেমের ঘোষণা দেননি। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার বাস্তবায়ন যদি আমরা দেখতে চাই তা হলে তামাক নিষিদ্ধের প্রথম উপায় হিসেবে জনসাধারণের মধ্যে তামাকের ব্যবহার হ্রাস করতে হবে। এজন্য তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য যাতে তাদের কাছে সহজলভ্য আর না থাকে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে। তামাকের ওপর সঠিক উপায়ে করারোপ করে সিগারেটসহ তামাকজাত দ্রব্যর মূল্য বৃদ্ধি করা একটি কার্যকরী বিশ্বস্বীকৃত উপায়। পৃথিবীর অন্য আরও অনেক দেশেও এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করে তারা ভালো ফল পেয়েছেন। তা হলে আমাদেরও তো সে পথেই হাঁটা উচিত।

বাকী অংশ ১৪ পৃষ্ঠায়...

তামাকের কর কেমন হওয়া উচিত

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি তামাক ব্যবহারকারী দেশগুলোর মধ্যে একটি। গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০১৭ অনুসারে, দেশের প্রাপ্তবয়স্কদের এক-তৃতীয়াংশ তামাক ব্যবহার করে। তামাক জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কিছু তো নয়ই, বরং এর বহুল ব্যবহার জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতি-উভয়ের জন্যই মারাত্মক ক্ষতিকর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ ও বাংলাদেশ ক্যানসার সোসাইটির এক যৌথ গবেষণায় দেখা গেছে, দেশে ২০১৮ সালে তামাকজনিত রোগের কারণে ১ লাখ ২৬ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে, যা ওই বছরের মোট মৃত্যুর ১৩.৫ শতাংশ। অন্যদিকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তামাক ব্যবহারের কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছিল ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা, যা জিডিপির প্রায় ১.৪ শতাংশ ছিল।

তামাক চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, তামাক পণ্য উৎপাদন, কৃষি জমির উর্বরতা হ্রাস, বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়ার পরিবেশগত ক্ষতি ইত্যাদি হিসাব করা হলে এই ক্ষতি আরও বহুগুণ হবে। তামাক খাতে ব্যয় হওয়া পুরো টাকাই অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। একজন ব্যক্তি দিনে যদি ১০ টাকা সিগারেটের পিছনে খরচ করেন, তবে সেই ১০ টাকাই তিনি নিজের ক্ষতিতে ব্যয় করলেন। শুধু নিজের নয়, বরং দেশের অর্থনীতি থেকেই ১০ টাকা নষ্ট হয়ে গেল। এভাবে প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে; যা বরং অন্য কোনো উৎপাদনশীল খাতে কাজে লাগানো যেত। আর এভাবে যে টাকা অপচয় হচ্ছে, তারই একটি অংশ সরকার রাজস্ব হিসেবে পাচ্ছে। এই দিক থেকে দেখলে, তামাক খাতের রাজস্বও সেই অপচয়ের বেঁচে যাওয়া একটি অংশ।

বর্তমান করোনা মহামারিতে তামাক ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের অন্যতম কারণ তামাক ব্যবহার। এটি শ্বাসজনিত রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি করে। করোনা ভাইরাসও শ্বাসযন্ত্রেই আক্রমণ করে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন গবেষণা পর্যালোচনা করে জানিয়েছেন, অধূমপায়ীদের তুলনায় ধূমপায়ীরা কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হলে, তাদের ক্ষেত্রে গুরুতর অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা বেশি। গবেষণাগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে, ধূমপায়ীদের গুরুতর রোগ এবং মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি থাকে। তাই করোনা থেকে নিরাপদ থাকতে তামাক ব্যবহার বন্ধ করার পরামর্শ দিয়েছে সংস্থাটি।

কিন্তু ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে তামাকের ব্যবহার কমানোর মতো কর আরোপ করা হয়নি, যা সত্যিই হতাশাজনক। নিম্নস্তরের সিগারেট, বিড়ি ও ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের দাম সামান্য বৃদ্ধির প্রস্তাব থাকলেও সম্পূরক শুল্ক খুবই স্বল্প পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। এই যৎসামান্য মূল্য ও কর বৃদ্ধি তামাক ব্যবহার হ্রাস ও রাজস্ব আয়ে তেমন একটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। তামাক কর বাড়ানো এ জন্যই গুরুত্বপূর্ণ যে এর সঙ্গে জনস্বাস্থ্য রক্ষা এবং সরকারের আয় বাড়ানোর বিষয়টি জড়িত। তামাক দ্রব্যে কর বাড়ালে দামও বাড়ে, যা তরুণ ও দরিদ্রদের মধ্যে তামাকের ব্যবহার হ্রাস করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। একই সঙ্গে, তামাক কর স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন খাতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের একটি উৎস হতে পারে। তা ছাড়া তামাক ব্যবহার করোনাকালীন চিকিৎসাসেবা ব্যবস্থার ওপর চাপ বাড়াচ্ছে। কারণ, তামাক ব্যবহারকারীদের অন্যদের তুলনায় আইসিইউ বেশি দরকার পড়ে। সেদিক থেকেও স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার অতিরিক্ত চাপ কমাতে তামাক খাত থেকে আরও বেশি অর্থ আদায় করা জরুরি। এ জন্য তামাক দ্রব্যের ওপর ৩ শতাংশ কোভিড সারচার্জ আরোপ করার বিষয়টিতে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা দরকার। কয়েক বছর ধরে সরকার সব তামকপণ্যের ওপর ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আদায় করছে। এখন সময় এসেছে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে অন্ততপক্ষে ২ শতাংশে উন্নীত করা। ফলে সরকার প্রায় ৩০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় করতে পারবে, যা স্বাস্থ্য খাতকে আরও শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখতে পারবে। বাংলাদেশে তামাক করকাঠামো অত্যন্ত জটিল। এখানে তামাক দ্রব্যের ওপর কর নির্ধারণ করা হয় বিভিন্ন স্তরভিত্তিক বিক্রয়মূল্যের ওপর, যেখানে করভিত্তি খুবই কম এবং বিভিন্ন তামাক দ্রব্যের মূল্য এবং করের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এই বিভিন্ন মূল্যস্তর ভিত্তিক কর কাঠামোর কারণে, কোনো এক স্তরের সিগারেটের দাম বাড়লেও ব্যবহারকারীরা সহজেই নিম্নস্তরের সিগারেটে চলে যেতে পারে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সিগারেটের মোট বাজারের ৬৭ শতাংশই ছিল নিম্নস্তরের দখলে; আর মধ্যমস্তরের অংশীদারত্ব ছিল মাত্র ১৪ শতাংশ। এ বিষয়টি রাজস্ব আয় থেকেও বোঝা যায়, ওই অর্থবছরের সিগারেট থেকে মোট রাজস্বের ৪৪ শতাংশই এসেছে নিম্নস্তর থেকে এবং ১৭ শতাংশ মধ্যম স্তর থেকে। বাজারে নিম্নস্তরের সিগারেটের আধিক্য থাকায় স্পষ্টতেই সরকারের রাজস্ব আয় কমে যায়। কারণ, বিক্রয়মূল্য কম হওয়ায় নিম্নস্তরের সিগারেট থেকে রাজস্ব কম আসে।

এই সমস্যা সমাধানে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞরা সিগারেটের খুচরা মূল্য বাড়ানো, বিশেষ করে নিম্নস্তরের সিগারেটের, সিগারেটের মূল্যস্তর চারটি থেকে দুটিতে নামিয়ে আনা, সকল তামাকজাত দ্রব্যের ওপর একই হারে সম্পূরক শুল্ক এবং সুনির্দিষ্ট কর আরোপের পরামর্শ দিয়েছেন। এর আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে তামাক কর বিষয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। এই সুপারিশগুলোর লক্ষ্য হলো, তামাক খাত থেকে রাজস্ব আয় বাড়ানো এবং তামাকের ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা। এগুলো বাস্তবায়িত হলে তামাক খাত থেকে সরকার অতিরিক্ত ১০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব পেতে পারে। পাশাপাশি, সিগারেটের দাম বাড়ানোর ফলে ব্যবহারকারীরা যেন সহজেই বিড়ি বা ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের সুযোগ না পায়, সে জন্য সেসবের ওপরও কর বৃদ্ধি করতে হবে। যদিও প্রস্তাবিত বাজেটে সেসব সুপারিশের উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন দেখা যায়নি। বর্তমান মহামারি পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং কোভিডের কারণে স্বাস্থ্যব্যয় মেটাতে অতিরিক্ত রাজস্ব আয়ের উৎস খুঁজে বের করাই সরকারের কাছে প্রাধান্য পাওয়া উচিত। সেই সঙ্গে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোকে সহায়তা দেওয়া এবং অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন তহবিল গঠন করাও প্রয়োজন। এসব সমস্যার কিছু সমাধান তামাক থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব আয়ের মাধ্যমে করা যেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, তামাকের কর বাড়ানো ও কোভিড সারচার্জ আরোপ করা হলে ১. প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় হবে; ২. প্রায় ২০ লাখ ধূমপায়ী তামাক ছাড়তে উৎসাহিত হবে এবং ৩. কমপক্ষে ৬ লাখ বর্তমান ধূমপায়ীর জীবন বাঁচবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন এবং অসংক্রামক রোগ (এনসিডি) প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে গ্লোবাল অ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় তামাক আক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তামাকের ওপর কর বাড়ানো কার্যকর উপায়। সেই সঙ্গে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নের পথেও একটি বড় পদক্ষেপ হবে এটি। তা ছাড়া তামাক কর কাঠামো সংস্কার করা হলে তা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন খাতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দেবে। স্পষ্টতই এটি সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশের জনগণের জন্যও লাভজনক হবে।

লেখক: *ড. নাসিরউদ্দিন আহমেদ: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান।*

- ১৬ পৃষ্ঠার পর...

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত তামাকমুক্ত বাংলাদেশ বাস্তবায়নে নানামুখী উদ্যোগ নিতে হবে। দেশে তামাকের ব্যবহার হ্রাস, তামাকের পরিবর্তে অন্য ফসল চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করা, তামাক শ্রমিকদের অন্য কোনো ঝুঁকিমুক্ত পেশায় নিয়োজিত করা, তামাকে কর বাড়িয়ে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ও চাহিদা কমানো, জনসাধারণকে তামাক ছাড়তে সহায়তার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় আন্তরিক ভাবে সমন্বিত উদ্যোগ নিলে অবশ্যই আমরা বাংলাদেশকে আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত করতে পারবো।

লেখক: *খাদিজাতুল আনোয়ার, সংসদ সদস্য, মহিলা আসন-৬। (সৌজন্যে: জাগো নিউজ২৪.কম)*

কর কাঠামোর দুর্বলতায় লাভবান হচ্ছে সিগারেট কোম্পানি

সিগারেট জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর একটি পণ্য। কিন্তু এটি অবৈধ পণ্য নয়। ফলে বাজারের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে পণ্যটির বাজার বড় হয়েই চলেছে। তামাকজাত পণ্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের কোনো আইনী পদক্ষেপ তেমন কার্যকর হচ্ছে না বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আর বাজার সম্প্রসারণ হওয়ায় সিগারেট কোম্পানিগুলোর মুনাফাও বাড়ছে ব্যাপক হারে। এ মুনাফা বাড়াতে বড় ধরণের ভূমিকা রাখছে বিদ্যমান দুর্বল তামাক কর কাঠামো। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যের ব্যবসার চেয়েও সিগারেটে মুনাফা অধিক বলেই মনে হচ্ছে দেশের সর্ববৃহৎ সিগারেট প্রস্তুতকারী কোম্পানি ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশের (বিএটিবি) মুনাফার চিত্র দেখে।

২০১১ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত মাত্র আট বছরেই কোম্পানিটির নিট মুনাফা বেড়েছে প্রায় চার গুণ। মূলত কর কাঠামোর দুর্বলতার কারণেই সিগারেট কোম্পানি ব্যাপক হারে লাভবান হচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞরাও মনে করেন। কোম্পানিটির বিভিন্ন বছরের আর্থিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে মুনাফা বৃদ্ধির এমন তথ্য পাওয়া গেছে।

বিএটিবির ২০১১ সালের আর্থিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ওই বছর তাদের নিট মুনাফা ছিল ২৫৫ কোটি ৫ লাখ ৯১ হাজার টাকা। আর ২০১৮ সালে তা উন্নীত হয় এক হাজার এক কোটি টাকায়। অর্থাৎ মাত্র আট বছরের ব্যবধানেই কোম্পানিটির মুনাফা বেড়েছে প্রায় চারগুণ। অন্য কোনো পণ্য বা সেবার ব্যবসায় এত দ্রুত মুনাফা চারগুণ হয়ে পড়ার নজির বিরল বলে মনে করেন বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা।

কোম্পানিটির আর্থিক প্রতিবেদনগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০১২ সালে তাদের মুনাফা ছিল ৩৯৪ কোটি ১৬ লাখ ৪০ টাকা। এর পরের বছর তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৯২ কোটি ৪০ লাখ টাকায়। ২০১৪ সালে এক লাফে এ মুনাফা ৬২৮ কোটি ২০ লাখ টাকায় উন্নীত হয়। ২০১৫ সালে মুনাফার পরিমাণ কিছু কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৫৮৭ কোটি ৬০ লাখ টাকা। এরপরের বছর তা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৫৮ কোটি ২০ লাখ টাকায় উন্নীত হয়। ২০১৭ সাল শেষে কোম্পানিটির নিট মুনাফার পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৮৩ কোটি টাকায়। আর ২০১৮ সালে কর-পরবর্তী নিট মুনাফা ছিল এক হাজার এক কোটি ২০ লাখ ৩৪ হাজার টাকা।

মূলত দেশে বিদ্যমান শুল্ক ও কর কাঠামোর দূর্বলতার কারণে তামাক কোম্পানির মুনাফা দ্রুতগতিতে বাড়ছে। আর এ শুল্ক ও কর নির্ধারণ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এ বিষয়ে এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসিরউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'সিগারেটের দাম এবং এর ওপর কর ব্যাপকহারে বাড়ানো হয়নি। ফলে পণ্যটি ভোক্তাদের কাছে বেশ সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। এ কারণে পণ্যটির ভোগ বাড়ছে। আর ভোগ বাড়লে তো কোম্পানির মুনাফা বাড়বে এটিই স্বাভাবিক।' (দৈনিক শেয়ার বিজ, ২০ আগস্ট, ২০২০)

শুল্ক-কর বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা কি? এমন প্রশ্নের জবাবে এনবিআরের সাবেক এ চেয়ারম্যান বলেন, নানামুখী জটিলতা আছে। তামাক পণ্যের কর হারে বড় পরিবর্তন আনার প্রক্রিয়া শুরু হলে তা থামানোর জন্য রাষ্ট্রের নানা প্রান্ত থেকে তদবির করা হয়। এমনকি সংসদ সদস্যরা উচ্চ কর আরোপ না করার দাবিতে আধা সরকারি পত্র পাঠান। তাছাড়া ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানিতে এখনও সরকারের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শেয়ার রয়েছে। এসব বিষয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তামাক খাতে যৌক্তিক করারোপের বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাছাড়া ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো যেহেতু মোটা অংকের কর দেয়, ফলে সরকার তাদের বিষয়ে কিছুটা নমনীয় থাকে। এ বিষয়টিও কর বাড়ানোর ক্ষেত্রে অন্তরায়।

স্বাস্থ্য খাতের বিশেষজ্ঞরাও মনে করেন, বাংলাদেশ সিগারেট কোম্পানিগুলোর ব্যবসা করার জন্য একটি উর্বর ভূমিতে রূপ নিয়েছে। তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য নানা উদ্যোগের কথা বলা হলেও বাস্তবে সেসব উদ্যোগ তেমন ফলদায়ক হচ্ছে না বলেই মনে করেন তারা। পাশাপাশি সরকার নীতিগতভাবে সিগারেটসহ অন্যান্য তামাক পণ্য নিয়ন্ত্রণে নানা প্রতিশ্রুতির কথা বললেও বাস্তবে সরকারের কর কাঠামোয় তার প্রতিফলন পাওয়া যায় না বলে তারা মনে করেন। আর তামাক পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে এটির ব্যবহারের ফলে ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

স্বাস্থ্য করনীতি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ সৈয়দ মাহবুবুল আলম যেমনটি বলেছেন, 'সাধারণভাবে বলা হয় যে, তামাক কোম্পানি অনেক বড় অঙ্কের রাজস্ব দেয়। কিন্তু তামাকপণ্য ব্যবহারের ফলে দেশের জনগণের যেসব স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি হয়, তার চিকিৎসায় এ খাত থেকে প্রাপ্ত মোট শুল্ক-করের চেয়েও বেশি অর্থ ব্যয় হয়।'

তিনি বলেন, তামাক কোম্পানির মূল লক্ষ্য থাকে তরুণ শ্রেণির ভোক্তা তৈরি করা। ফলে তারা চায় পণ্যটির দাম এমন স্তরে থাকুক, যাতে তা কম আয়ের মানুষ ও তরুণদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে। আর ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকায় তরুণরা অনেকেই সিগারেটে আসক্ত হয়ে উঠছেন। ফলে তাদের বিক্রি বাড়ছে। এ মুনাফা বৃদ্ধির পেছনে মূলত ত্রুটিপূর্ণ করকাঠামোই দায়ী। তামাকের বিদ্যমান কর কাঠামো পরিবর্তন করা অত্যন্ত জরুরি। (দৈনিক শেয়ার বিজ, ২০ আগস্ট, ২০২০)

কাজেই জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং সরকারের উপযুক্ত রাজস্ব আহরণ নিশ্চিত করার জন্য তামাক পণ্যের জন্য দেশে বর্তমানে যে শুল্ক-কর কাঠামো বিদ্যমান, তার সংস্কার করা আবশ্যক। এ জন্য বর্তমানে যে অ্যাডভ্যালোরাম পদ্ধাত বিদ্যমান রয়েছে, তার পরিবর্তে নির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতি প্রয়োগ করা আবশ্যক। পাশাপাশি বর্তমানে বাজারে যে চার স্তরের সিগারেট রয়েছে, তার স্তর কমিয়ে আনতে হবে এবং সব স্তরের জন্য একই হারে করারোপ করতে হবে। এসব বিষয় বাস্তবায়ন করা গেলে একদিকে যেমন সরকারের রাজস্ব বাড়বে, অন্যদিকে জনস্বাস্থ্যও সুরক্ষা পাবে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার বিষয়ে ২০১৬ সালে যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, সে ঘোষণার বাস্তবায়নের জন্যও তামাক করকাঠামোতে সংস্কার জরুরি।

লেখক: মো. মাসুম বিল্লাহ, সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক শেয়ার বিজ কড়চা।

- ২৩ পৃষ্ঠার পর...

একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, সিগারেটের ভিত্তিমূল্য ১০% বৃদ্ধি পেলে উচ্চ আয়ের দেশে সিগারেটের ব্যবহার হ্রাস পায় প্রায় ৪% যা নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের ক্ষেত্রে ৪-৮%। অথচ বাংলাদেশে তামাকজাত পণ্যের উপর সামান্য পরিমাণে মূল্য ও কর বৃদ্ধির পাশাপাশি এই প্রক্রিয়াটিতে তেমন সুনির্দিষ্ট কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই। এছাড়া প্রতি বছর তামাক খাত থেকে সরকারের উপার্জিত রাজস্বের বিপরীতে তামাকজনিত রোগের চিকিৎসা বাবদ সরকারের ৭.৫ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়।

বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়নের স্বার্থে তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত, এনজিও ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। কর বৃদ্ধির জন্য তাদের নিরন্তর দাবির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে সফলতা অর্জন করতে হলে এই দাবির স্বপক্ষে সমাজের সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি, সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সঠিক বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

লেখক: মিঠুন বৈদ্য, প্রকল্প কর্মকর্তা, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট।

তামাক কর বৃদ্ধি করা জরুরি

বাংলাদেশে অর্ধেকের বেশি তরুণ। অথচ এ তরুণদের অধিকাংশই তামাক ও তামাক পণ্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য ২০১৬ সালের ৩১ জানুয়ারি দক্ষিণ এশিয়া স্পিকার্স সম্মেলনের সমাপনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাক ব্যবহার নির্মূল করার ঘোষণা দেন। এ ঘোষণাটি এতটাই যুগোপযোগী ও প্রাসঙ্গিক ছিল যে, তামাক বিরোধী সব সংস্থাসহ সর্বক্ষেত্রে তা প্রশংসিত হয়। পৃথিবীর ইতিহাসেও বিষয়টি রীতিমতো নজির স্থাপন করে। কারণ এর আগে কোনো দেশের কোনো সরকার প্রধান তামাক নির্মূলে এমন নির্দিষ্ট টাইম ফ্রেমের ঘোষণা দেননি।

আইনের পাশাপাশি তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার অন্যতম একটি পদক্ষেপ হলো তামাকের কর বৃদ্ধি করে তা সাধারণ মানুষের ক্রয় সীমার বাইরে নিয়ে যাওয়া। প্রতি বছর বাজেটে নামমাত্র তামাকের কর বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই কর বৃদ্ধি ওই পরিমাণ হয় না- যে পরিমাণ হলে ধূমপায়ী বা তামাক গ্রহণকারীর সংখ্যা কমে যায়। এ কারণে আগামী বাজেটে আমার প্রস্তাবনা থাকবে, তামাকের কর বৃদ্ধি করতে হবে সবস্তরে- যাতে উচ্চস্তরে তামাকের কর বৃদ্ধির ফলে ব্যবহারকারী নিচের স্তরে আসতে না পারে।

সম্প্রতি তামাকের ভয়াবহতা অনুধাবন করে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তরুণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীই সুনির্দিষ্ট করের মাধ্যমে তামাক পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি চায়। প্রাসঙ্গিকতা সাপেক্ষে তামাকের কর বৃদ্ধি প্রসঙ্গে কিছু তথ্য এখানে দেওয়া হলো-

১. তামাক পণ্যে কার্যকর কর অরোপের মাধ্যমে প্রায় ৯ লাখ তরুণকে তামাক ব্যবহার থেকে বিরত করা যাবে এবং প্রায় সাড়ে ৪ লাখ তরুণ অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। যা প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে খুব সহায়ক হবে।

২. তামাক পণ্যে কার্যকর কর অরোপের মাধ্যমে বাড়তি ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা যাবে। এসডিজির টার্গেট ৩ দশমিক ৪ অর্জনে ২০৩০ সালের মধ্যে অসংক্রামক রোগে মৃত্যু এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনার জন্য এই বাড়তি রাজস্ব ব্যয় করা যায়।

৩. নিম্নস্তরের সিগারেটের মূল্য বেশি বৃদ্ধি করলে নিম্নআয়ের সিগারেট সেবনকারীদের সুরক্ষা করা যাবে। তাদের আয়ের ২১ শতাংশ বা এক-পঞ্চমাংশের বেশি ব্যয় হয় তামাক পণ্যের পেছনে। এই অর্থ তামাক পণ্যের পরিবর্তে শিক্ষায় ব্যয় করলে তাদের সন্তানদের পড়ালেখার মোট ব্যয় ১১ শতাংশ বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ ছাড়া আগামী বাজেটে তামাকে কর বৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত তিনটি প্রস্তাবনা বিবেচনা করা যেতে পারে-

১। সব সিগারেট ব্র্যান্ডে অভিন্ন করভারসহ (সম্পূরক শুল্ক চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৬৫ শতাংশ) মূল্যস্তর ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরক) শুল্ক প্রচলন করা। অর্থাৎ- (ক) নিম্নস্তরে প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য ৫০ টাকা নির্ধারণ করে ৩২ টাকা ৫০ পয়সা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ।

(খ) মধ্যমস্তরে প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য ৭৫ টাকা নির্ধারণ করে ৪৮ টাকা ৭৫ পয়সা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ। (গ) উচ্চস্তরে প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য ১২০ টাকা নির্ধারণ করে ৭৮ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ এবং (ঘ) প্রিমিয়াম স্তরে প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য ১৫০ টাকা নির্ধারণ করে ৯৭ টাকা ৫০ পয়সা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

২। ফিল্টারযুক্ত ও ফিল্টারবিহীন বিড়িতে অভিন্ন করভারসহ (সম্পূরক শুল্ক চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৪৫ শতাংশ) সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরক) শুল্ক প্রচলন করা। অর্থাৎ (ক) ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১১ টাকা ২৫ পয়সা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ এবং (খ) ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ২০ টাকা নির্ধারণ করে ৯ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

৩। জর্দা এবং গুলের কর ও দাম বৃদ্ধিসহ সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ শুল্ক (সম্পূরক শুল্ক চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৬০ শতাংশ) প্রচলন করা। অর্থাৎ (ক) প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার খুচরা মূল্য ৪৫ টাকা নির্ধারণ করে ২৭ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০ শতাংশ) আরোপ এবং (খ) প্রতি ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০ শতাংশ) আরোপ করা। এর পাশাপাশি সিগারেটের চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ও ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বহাল থাকবে।

আমি মনে করি, নির্দিষ্টভাবে প্রতিবছর তামাকে কর বৃদ্ধি করলে তামাক গ্রহণকারীর সংখ্যা হ্রাস পাবে। উপরন্তু প্রস্তাবিত তামাক কর সংস্কারের ফলে অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জিত হবে। তা দিয়ে সরকার দেশের স্বাস্থ্য খাত ও উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলো অর্থায়ন করতে পারবে। এটি সরকার ও জনগণ- উভয়ের জন্যই লাভজনক।

লেখক: কাজী ফিরোজ রশিদ, সংসদ সদস্য এবং সাবেক মন্ত্রী ও সদস্য, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সংস্পর্কিত স্থায়ী কমিটি। (সৌজন্যে: আমাদের সময়)

- ২১ পৃষ্ঠার পর...

সিগারেট খাতেও কর্মসংস্থান খুবই কম। আগেই বলেছি, দেশের সিগারেটের বাজারের ৬৪ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে বিএটি। তাদের ২০১৯ সালের আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, মোট কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা মাত্র ১৪২৬ জন। জাপান টোব্যাকো'তে সাড়ে চারশসহ সবমিলিয়ে দুই হাজারের মতো কর্মসংস্থান আছে সিগারেট খাতে। বলা বাহুল্য, বিএটি'র ১৪২৬ জনের মধ্যে ৮৩ ভাগই চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী! ফলে কর্মসংস্থানের দিক দিয়েও তারা লাখ লাখ মানুষের কথাও কি মিথ নয়?

এমনকি কোম্পানিগুলো বলে সারাদেশে লাখ লাখ তামাক চাষী রয়েছে। অথচ বিএটির নথি বলছে, তাদের তালিকাভুক্ত তামাক চাষীর সংখ্যা ৩৮ হাজার। যেহেতু তারা মোট সিগারেটের ৬৪ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে তাই সে হিসেবে তামাক চাষীর পরিমাণ কোনো মতেই ৫৫ হাজারের বেশি নয়। ফলে কোথায় লাখ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও তামাক চাষী?

তামাক চাষের মিথ: জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, পরিবেশের জন্য অত্যন্ত হুমকি এবং খাদ্য ঘাটতিসহ তামাক চাষে জমির উর্বরা শক্তি ধ্বংসের পরও কৃষি মন্ত্রণালয় তামাক একটি 'অর্থকরী ফসল' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তামাক গাছের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটায় বিষ। তা জানার পরও পাঠ্যপুস্তকে পড়ানো হচ্ছে 'তামাক অর্থকরী ফসল'। আদৌ কী তামাক অর্থকরী ফসল, উত্তর বলতে হয়, হ্যাঁ অর্থকরী ফসল বটে! কিন্তু, সেটা তামাক কোম্পানির জন্য। কৃষকের জন্য কোনদিনই তামাক অর্থকরী ফসল ছিল না আগামীতে থাকবে না। ঠিকই একইভাবে তামাক অর্থকরী তবে কার জন্য তা বোঝাও জরুরি। তবে তামাক যদি অর্থকরী ফসলই হয় তাহলে কুড়িগ্রাম-রংপুর-লালমনিরহাট-নীলফামারীর মানুষ এত দরিদ্র কেন? কেন মঙ্গাপীড়িত অঞ্চল উত্তরবঙ্গের তামাক চাষীরা? উত্তর একটাই, কৃষি মন্ত্রণালয় যতই তামাক কোম্পানির সুরে ও ভাষায় বলুক না কেন, তামাক চাষ কখনও কৃষকের জন্য অর্থকরী নয়। এটা অর্থকরী একমাত্র তামাক কোম্পানিগুলোর জন্য। তাই সময় হয়েছে তামাক চাষের মিথের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার।

তবে তামাক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় বাঁধা বহুজাতিক কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার থাকা। বিএটির মোট শেয়ারের মধ্যে সরকারের শেয়ার ৭ শতাংশের কম। কিন্তু বিএটি'র পরিচালনা পর্ষদের ১০ সদস্যের মধ্যে ৫জনই সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও অতিরিক্ত সচিব অধিষ্ঠিত। শিল্প সচিব, কৃষি সচিব পদাধিকার বলে বিএটি'র বোর্ড মেম্বার হয়ে যায় কীভাবে তা বোঝার উপায় নেই।

রাজস্বের জন্য সরকার যখন তাগাদা দিচ্ছে তখন গেল অর্থবছরের বাজেটে তামাক কোম্পানিকে সুবিধা দিতে রফতানি শুল্ক তুলে দিয়েছিলেন এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন ভূইয়া। তামাক পাতা রফতানি করলে সরকারকে আগে ২৫ শতাংশ কর দিতে হতো। সেটা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কমিয়ে ১০ শতাংশ এবং গেল অর্থবছরে তা পুরোপুরি তুলে দিয়ে শূন্য শুল্ক করেছে। সরকার বছরে অর্ধশত কোটি টাকা পাওয়া রাজস্ব ছেড়ে দিল কোম্পানিকে। এই ছাড়ের টাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বছরের বাজেটের সমান! একইভাবে ইনপুট ক্রেডিট সুবিধা তুলে দিয়ে বছরে প্রায় ৪'শ কোটি টাকা রাজস্ব হারাবে সরকার। যা অর্থবিলের প্রস্তাবে উল্লেখ ছিল না, অনেকটা গোপনে কোম্পানিকে এই সুবিধা দেয়া হয়েছে। ফলে তামাকের উপর যথাযথভাবে রাজস্ব বাড়ালে সরকারের রাজস্ব বাড়ানোর প্রস্তাব করছে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মীরা। এতে রাজস্ব বাড়বে, কমবে তামাকজনিত মৃত্যু ও ক্ষয়-ক্ষতি। বিপরীতে তামাক কোম্পানিগুলো সুবিধা নিয়ে নিজেদের পকেট ভারি করছে।

লেখক: তামাক নিয়ন্ত্রণ গবেষক ও বিশেষ প্রতিনিধি, একাত্তর টেলিভিশন।

শিল্পোন্নয়নের যাঁতাকলে পিষ্ঠ জনস্বাস্থ্য

সত্যিকারের একটি স্বাধীন দেশে, সরকার সর্বদা জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশের ক্ষতির বিপরীতে শিল্পের সুবিধাগুলি বিবেচনা করবে। যদি পণ্যটির কারণে ক্ষতির পরিমাণ প্রদেয় সুবিধার চেয়ে বেশি হয়, তাহলে সরকার অবশ্যই বিভিন্ন বিপজ্জনক রাসায়নিক এবং অন্যান্য পদার্থের মতো এটি নিয়ন্ত্রণেও কাজ করবে।

তামাক যে একটি ক্ষতিকারক পণ্য তাতে কোনো সন্দেহ তো নেই। একজন ধূমপায়ীও জানেন এটি ক্ষতিকর। এই পণ্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শক্তিশালী নীতি এবং আইন প্রয়োজন। তামাক অন্যান্য নেশায় আসক্ত হওয়ার প্রথম ও প্রতিষ্ঠিত ধাপ তা প্রমানিত। এর ফলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়। তামাকের আসক্তি একজন তামাকসেবীকে তার নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যয় কমিয়ে তামাকজাত পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে ভোক্তা ও তার পরিবারের মানুষ অপুষ্টিতে ভোগার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। তামাকের চাষ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ থেকে সরবরাহসহ সকল ক্ষেত্রেই পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর উপাদান নির্গত হয়। এটি মুহূর্তের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা একপ্রকার অসম্ভব হলেও বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে এর ব্যবহার কমানো সম্ভব। যে দেশগুলি তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপন, প্রচার এবং স্পনসরশীপের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করেছে, প্যাকেটের উপর শক্তিশালী সতর্কবাণী প্রদান করেছে এবং বিশেষভাবে যেসব দেশে নিয়মিতভাবে মুদ্রাস্ফীতির উর্দ্ধে ট্যাক্স বাড়ানো হয় তাদের দেশে তামাক ব্যবহারের হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

সমাজে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে কী করা দরকার তা স্পষ্ট। দুর্ভাগ্যবশত, তামাক কোম্পানি মানুষকে তাদের ক্ষতিকারক পণ্যের প্রতি আসক্ত রাখার জন্য বিনিয়োগ করছে কিন্তু শত আন্দোলনের ফলেও এই শিল্পকে বন্ধ করা যাচ্ছে না। উপর্যুপরি, জনস্বাস্থ্যহানীকর এই শিল্প সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ফুলে ফেপে উঠছে। তামাক কোম্পানির প্রভাবের ফলে প্যাকেজিং, বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধকরণ, কর আরোপ ইত্যাদি বিষয়ে তামাক কোম্পানি তাদের সুবিধামত মতামত দিচ্ছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি কর্মকর্তারা কোনো প্রকার বিরোধীতা না করে উল্টো তাদের সহযোগীতা করছেন।

তামাকের ব্যবহার কমানোর ক্ষেত্রে ট্যাক্স বৃদ্ধির কার্যকারিতা যেমন প্রমাণিত ঠিক এর বিপরীতে কর হ্রাস পেলে ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে সেটিও অনস্বীকার্য। যে দেশগুলি তামাকের উপর উল্লেখযোগ্য হারে কর বৃদ্ধি করেছে সেসব দেশে তামাকের ব্যবহারও কম। যে দেশগুলিতে এই করের বোঝা কম সেসব দেশে তামাকের ব্যবহার অধিক। উল্লেখযোগ্য হারে কর বাড়ানোর পর তামাক নিয়ন্ত্রণে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে এমন প্রমান পাওয়া যায়নি। কিন্তু তামাক কর সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান, যুক্তি বা তথ্যের উপর ভিত্তি করে নয় বরং তামাক কোম্পানিকে খুশি করার জন্য নেয়া হচ্ছে।

আমরা সকলেই জানি যে, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির কর্মকর্তারা তামাক কর নীতি সম্পর্কে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে নিয়মিত এবং সরাসরি যোগাযোগ করছেন। এর পিছনে যে উদ্দেশ্য তা সহজেই অনুমেয়। আমরা আরও জানি যে BAT-এর মূল লক্ষ্য হল তামাক চাষ, প্রক্রিয়াজাত, সরবরাহ এবং বিক্রয় করা, তামাকের প্রভাব থেকে জনস্বাস্থ্য বা পরিবেশকে রক্ষা করা নয়। তামাকের ক্ষতি থেকে জনসাধারণ এবং পরিবেশকে রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব, কিন্তু সরকার স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম হচ্ছে না। কারণ BAT তে সরকারের বিদ্যমান শেয়ার এবং BAT-এর পরিচালনা পর্ষদে সরকারের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের অবস্থান রয়েছে। তামাক কোম্পানির লবিং সাধারন জনগণের দৃষ্টিগোচর হয়না।

BAT এবং অন্যান্য তামাক কোম্পানির প্রতিরোধ সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে বাংলাদেশে তামাকের ব্যবহার কমাতে উল্লেখযোগ্য ও ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে। এই পদক্ষেপ শক্তিশালী করতে সরকারকে অবশ্যই নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে উল্লেখযোগ্য হারে তামাকের উপর কর বাড়াতে হবে। অন্যথায়, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকলেও তামাক ক্রমশই সাশ্রয়ী হয়ে যাবে। দরিদ্র লোকেরা ক্ষুধা ভুলে থাকার জন্য তামাক ব্যবহার করে। তামাকের দাম কম রাখার পরিবর্তে, সরকারের উচিত এর উপরে উচ্চ কর আরোপ করা। বর্ধিত কর থেকে প্রাপ্ত অতিরিক্ত রাজস্বের কিছু অংশ দরিদ্রদের জন্য মৌলিক খাদ্য ভর্তুকি দেওয়ার জন্য এবং অন্যান্য মৌলিক পরিষেবা প্রদানের জন্য ব্যবহার করা উচিত।

অনেক দেশেই, তামাকজাত দ্রব্যের উপর আরোপিত সারচার্জ হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠনে ভূমিকা রাখে। এই ফাউন্ডেশন সরকারী বেসরকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের পাশাপাশি গবেষণা, যোগাযোগ ও তহবিল গঠনে অর্থের যোগান নিশ্চিত করে যা জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিবেশী থাইল্যান্ডের "থাইহেলথ" অত্যন্ত সফল মডেলের একটি উদাহরণ। "থাইহেলথের" কার্যক্রম স্বাস্থ্য সমস্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে যা অন্যান্য দেশের জন্য অনুকরণীয়। তামাকজাত পণ্যের উপর উচ্চহারে কর আরোপের পাশাপশি অন্যান্য আইন এবং নীতির সঠিক প্রয়োগ তামাক ব্যবহারকে ভাবনাতীতভাবে হ্রাস করেছে। তামাকজাত দ্রব্যের ওপর উচ্চ হারে কর আরোপ না করলে এই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হতো না।

থাইল্যান্ডের সফলতম এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে বাংলাদেশ। এতে করে সরকার তামাকের ভয়াল থাবা থেকে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। তবে সবকিছুর পূর্বে সরকারকে তামাক শিল্প থেকে বিদ্যমান শেয়ার বাতিল ঘোষণা করতে হবে।

লেখক: দেবরা ইফরইমসন, আঞ্চলিক পরিচালক, হেলথ ব্রিজ ফাউন্ডেশন অব কানাডা।

- ২২ পৃষ্ঠার পর...

স্বাস্থ্য খাতে খরচ বাড়ছে; ২০১৭-১৮ সালে তামাক ব্যবহারের কারণে উৎপাদনশীলতার ক্ষতি এবং চিকিৎসা ব্যয় বাবদ ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার যে খরচ হয়েছে, তা বেশ উদ্বেগের কারণ ঘটায়। এরপর এই খরচ বেড়েছে বই কমেছে মনে হয় না। আমরা জানি এর মধ্যে হাজার হাজার গরিব নারী ও পুরুষ আছেন যারা কোনো চিকিৎসা নিতে যাননি, কিন্তু রোগে ভুগেছেন এবং শেষ পর্যন্ত ধুঁকে ধুঁকে মারা গেছেন। তামাক বিরোধী নারী জোটের সদস্যরা সারা দেশে এমন অনেক গরিব ও নিম্নবিত্ত নারী তামাকসেবী পাচ্ছেন যারা দীর্ঘদিন জর্দা-সাদাপাতা ও গুলের ব্যবহার করে দাঁত, মাড়ি ও পেটের নানা রোগে ভুগেছেন, কিন্তু টাকার অভাবে কোনো চিকিৎসা নিতে পারেন না। তাদের ক্যান্সার হচ্ছে কি না জানা যাচ্ছে না, কারণ তারা কখনো সেই পর্যায়ে চিকিৎসা ও টেস্ট করেননি। এদের খবর কোনো পরিসংখ্যানে আসে না। কোনো নীতিনির্ধারকের কাছে তাদের খবর পৌঁছায় না। অথচ তামাক দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির একটি পদক্ষেপ হয়তো তাকে তামাক ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে সহায়তা করতে পারে। এটাই ভ্যাকসিন, তামাক ব্যবহার প্রতিরোধের জন্যে। মানুষ সুস্থ থাকুক।

লেখক: ফরিদা আখতার, উবিনীগ, নির্বাহী পরিচালক। (সৌজন্যে: দ্যা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ট)

তামাকের রাজস্ব মিথ ও কোম্পানির কূটকৌশল

সঠিক পদ্ধতিতে কর আরোপ করলে সিগারেটের দাম যেমন বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের রাজস্ব বাড়ে- তেমনি অন্যান্য পণ্যের দাম বৃদ্ধির তুলনায় সিগারেটের দামটা বেড়ে যাওয়ায় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে ধূমপায়ীর সংখ্যা। হাইপোথিসিস নয়, কর বাড়িয়ে সিগারেটের মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে ধূমপায়ীর হার কমানোর বিষয়টি বাস্তবে করে দেখিয়েছে ফিলিপাইন, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ আরও অনেক দেশ। বিশ্বের অষ্টম বৃহৎ সিগারেটের বাজার বাংলাদেশ কি করছে? জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সিগারেটসহ তামাক পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি করতে কী কর বাড়ছে যথাযথভাবে? কর বৃদ্ধির কথা এলেই সিগারেট কোম্পানি নানা কৌশলে প্রচার চালিয়ে থাকে বাংলাদেশে একক খাত হিসেবে সবচেয়ে বেশি রাজস্বের যোগানদাতা তামাকখাত! অন্য দেশের তুলনায় এখানে সিগারেটের ওপর করহারও অনেক বেশি, লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান করছে বিড়ি-সিগারেট-জর্দা-গুল কোম্পানিগুলো, তামাক চাষের মাধ্যমে লাখ লাখ কৃষক পরিবার বেঁচে আছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে এবং প্রলোভন দেখিয়ে ভারতবর্ষের অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত করে তাদের পক্ষে টেনেছিল আড়াইশ বছর আগে। একুশ শতকে বাংলাদেশেও তেমনি বহুজাতিক সিগারেট কোম্পানিগুলো প্রচার প্রচারণায় বিভ্রান্ত করছে দেশের নীতিনির্ধারকসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তাদের। দেশীয় বিড়ি-সিগারেট-জর্দা-গুল কোম্পানিগুলোও সমান তালে বিভ্রান্তিকর প্রচার চালিয়ে আসছে বছরের পর বছর। তামাকজাত পণ্যের বাজার দ্রুত সম্প্রসারণ ও আকণ্ঠ মুনাফা অর্জনে অত্যন্ত সফলভাবে তৈরী করেছে বেশ কিছু মিথ! আর এই মিথগুলোর মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড,

কতিপয় সংসদসহ অর্থ-শিল্প-কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা। তাদের মাধ্যমেই কোম্পানি সৃষ্ট মিথগুলোই পৌঁছে যাচ্ছে নীতিনির্ধারকদের কাছে। সঠিক তথ্য উপাত্ত না পাওয়ায় যথাযথভাবে কর বৃদ্ধি সম্ভব হচ্ছে না সিগারেটসহ সকল তামাকজাত পণ্যে। বরং কোম্পানির প্রেসক্রিপশন বাস্তবায়নে করা হচ্ছে জটিল কর কাঠামো! এজন্য মিথগুলো ভাঙ্গা অত্যন্ত জরুরি।

রাজস্ব মিথ: সিগারেটসহ তামাক পণ্যের ওপর যথাযথভাবে কর বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় 'রাজস্ব মিথ'! একক খাত হিসেবে সিগারেট থেকে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আসে বলে তামাক কোম্পানিগুলো নমো: নমো: ভাব দেখায়। প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, সিগারেট থেকে রাজস্ব আসে তা কী কোম্পানি দেয়? নাকি জনগণ দেয়? সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সিগারেটের রাজস্বের প্রায় ৯৬ শতাংশ দেয় জনগণ আর কোম্পানি দেয় মাত্র ৪ শতাংশ! অথচ জনগণের দেয়া রাজস্ব কালেক্টর হিসেবে এনবিআরে জমা দিয়ে সর্বোচ্চ রাজস্ব দেয়ার ক্রেডিট এবং পুরস্কার পাওয়ার কথা কী বিএটি'র?

এখানেই শেষ নয়, ২০১৯ সালে কর ও বছর বছর মেশিন কেনা, গ্রুপ কোম্পানিকে রয়্যালিটি বাবদ টাকা পাঠানোসহ সবধরণের খরচ শেষে কোম্পানির লাভ ৯২৫ কোটি টাকা। আয়কর দিয়েছে ৮১৬ কোটি টাকা! তুলনা করলে দেখা যাবে কোম্পানির লাভ বাড়ছে কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স আর আয়কর তেমন বাড়ছে না। সবোর্চ্চ রাজস্ব দেয়ার ক্রেডিটে কী লুকিয়েছে শুভংকরের ফাঁকি?

ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ-বিএটিবি'র
আয়কর ও মুনাফার চিত্র

সাল	মুনাফা	আয়কর
২০১৯	৯২৫	৮১৬
২০১৮	১০০১	৯৩০
২০১৭	৭৮৩	৮৯৩

(সূত্র: বিএটি'র ২০১৯ সালের আর্থিক প্রতিবেদন)

এ আয়কর ২০১৭ সালে ছিল ৮৯৩ কোটি টাকা। ২০১৮ তে ছিল ৯৩০ কোটি টাকা, ২০১৯ সালে ছিল ৮১৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৩ বছরে মুনাফা বেড়েছে ১৪২ কোটি টাকা, বিপরীতে তিনবছরে আয়কর কমেছে ৭৭ কোটি টাকা।

চোরাচালান মিথ: সিগারেটের ওপর কর বাড়ালে চোরাচালান বাড়বে। সিগারেট কোম্পানিগুলোর বহু পুরানো খোঁড়া যুক্তি প্রতিবছরই বাজেটের আগ দিয়ে থাকে। শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বব্যাপী সিগারেট কোম্পানিগুলোর কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে চোরাচালান তত্ত্বটি ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে দেখা যায় কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কোটি টাকার শত শত সিগারেটের কার্টন উদ্ধার করে এবং এই সংবাদ হুবহু কমবেশি সবগুলো পত্রিকা-অনলাইন-টেলিভিশনে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। বছর জুড়ে বড় জোর দু'একটা চোরাচালানের খবর আসে। কিন্তু এপ্রিল, মে এবং জুন এই তিন মাসে বলা যায় বাংলাদেশে ৯৫ শতাংশ সিগারেট চোরাচালানের ঘটনা উদঘাটিত হয়। আর এই অবৈধ সিগারেটের চালান আটকের সংবাদগুলো খতিয়ে দেখলে তিনটি বিষয় খুবই পরিস্কার হয়- প্রথমত: আগেই উল্লেখ করেছি সবগুলো গণমাধ্যমে সময় কাল ও সংবাদের বর্ণনা হুবহু এক থাকে। দ্বিতীয়ত: এসব সিগারেট চোরাচালানের সাথে জড়িতদের আটক হতে দেখা যায় না। বেশিরভাগ সময় বিমানবন্দরের ব্যাগ-পত্র সংগ্রহের বেল্ট থেকে বা ঐ চত্বরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তৃতীয়ত: কোটি কোটি টাকার অবৈধ সিগারেটের চোরাচালানের যে কথা বলা কিন্তু, সেসব প্যাকেটে অত টাকার সিগারেট থাকে না। তাহলে কীভাবে এত টাকার সিগারেট আটক হয়? টাকার পরিমাণটা দেখানো হয় আমদানী মূল্য যোগ করে। অর্থাৎ এক প্যাকেট সিগারেটের দাম যদি একশ টাকা হয়, তাহলে তা আমদানীতে করতে দুই আড়াইশ শতাংশ শুল্ক আছে সেটা যোগ করে দেয়া হয়। এতে চোরাচালানকৃত সিগারেটের পরিমাণ কম হলেও টাকার অংক বেড়ে হয় কোটি কোটি টাকা। ফলে কোটি কোটি টাকার অবৈধ সিগারেট আটকের শিরোনাম দেখলে সবারই নজরে পড়ে। এই চোরাচালান তত্ত্বের সাথে সিগারেট কোম্পানিগুলো যে জড়িত থাকার অভিযোগও বিশ্বের দেশে দেশে। কারণ এতে তামাক ব্যবসায়িদের লাভটা হয় দু'ভাবে। সিগারেট চোরাচালানের সংবাদ দেখিয়ে কর বৃদ্ধি না করার জন্য অটোমেটিক প্রেশার/চাপ দেয়া যাবে। অন্যদিকে এই সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে তারা নীতিনির্ধারকসহ গণমানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারবে।

নকল সিগারেট মিথ: কথায় বলে নতুন বোতলে পুরান মদ। অর্থাৎ মোড়ক বদলে গেলেও ভেতরের জিনিস সেই আগেরটাই রয়ে গেছে। রহস্যজনকভাবে গেল অর্থবছর থেকে সিগারেট চোরাচালনের খবর তেমন একটা চোখে পড়ছে না। তবে কী চোরাচালান বন্ধ হয়ে গেল কোনো যাদুর কাঠিতে? উত্তর না। দেশেই এখন নকল সিগারেট কারখানা তৈরী হচ্ছে এই খবর হুট করেই কয়েক মাস ধরে দেখা যায় সংবাদ মাধ্যমে। বনে বাঁদাড়ে, নদীর ধারে, পরিত্যক্ত কারখানায় একের পর এক আবিস্কার হতে লাগলো নকল সিগারেট কারখানা! কিন্তু কি ব্র্যান্ডের নতুন সিগারেট তৈরী করছে, কারা করছে সে সম্পর্কে পরবর্তীতে আর কিছুই জানা যায় না।

সর্বোচ্চ করদাতা মিথ: বাংলাদেশে সিগারেটের ওপর যা কর রয়েছে তা বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। এমন প্রচার-প্রচারণা প্রতিনিয়ত চালিয়ে আসছে বহুজাতিক সিগারেট কোম্পানিগুলো যাতে সরকারি নীতি প্রণেতাদেরকে সহজেই বিভ্রান্ত করা যায়।

মজার ব্যাপার ৭১-৮১ শতাংশ করভার হলেও পৃথিবীতে সবচেয়ে সস্তা সিগারেট মেলে বাংলাদেশে। একমাত্র প্রতিবেশি দেশ মায়ানমারের দু'একটি ব্র্যান্ডের সিগারেট ছাড়া আমাদের দেশে কম দামে মেলে সিগারেট। এজন্যই আমরা দেখি, ইউরোপ-অ্যামেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে যাওয়ার সময় বাংলাদেশ থেকে সিগারেট কিনে নিয়ে যান ভ্রমণকারীরা। ফলে সিগারেটের ওপর করভার সবোর্চ্চ বলে কোম্পানি যে মিথ প্রচার করে তা কেবল ভোক্তাসহ নীতি নির্ধারকদের বিভ্রান্ত জিইয়ে রাখতে।

কর্মসংস্থানের মিথ: বিড়ি কোম্পানিগুলোর প্রচার করতো বিড়ি শ্রমিকের সংখ্যা ১৫ লাখ কখনও বলতো ২২ লাখ কখনও আবার ২৫ লাখ। আর এই লাখ লাখ শ্রমিকের মিথ দিয়ে সংসদ সদস্যদের বিভ্রান্ত করে বিড়ি মালিকরা। বিড়ির ওপর কর বাড়ালে লাখ লাখ শ্রমিক বেকার হবে আর তাতে বিশাল ভোট ব্যাংক হারাবে সরকার এই খোঁড়া যুক্তিতে বছরের পর বছর কর না বাড়ানোর জন্য রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানকে ডিও লেটার দিতেন সংসদ সদস্যরা। ২০১৩ সাল থেকে ডিও লেটার দেয়ার হার খানিকটা কমলেও এখনও কিছু কিছু সংসদ সদস্য তথাকথিত লাখ লাখ বিড়ি শ্রমিক সংখ্যায় বিভ্রান্ত হয়ে চিঠি দিয়ে থাকেন। আসলে কী বিড়ি শ্রমিকের সংখ্যা ১৫/২০ লাখ? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ২০১২ সালে আমিন আল রশীদ ও আমি যৌথভাবে গবেষণা করেছিলাম। Bididi in Bangladesh: ¸ths and Reality শিরোনামে দেশের ৬৪ জেলায় পরিচালিত আমাদের গবেষণায় মোট বিড়ি কারখানা পেয়েছিলাম ১১৭টি। আর নিবন্ধিত বিড়ি শ্রমিক মাত্র ৬৫ হাজার। নাম মাত্র মজুরী হওয়ায় হাতে বিড়ি বানানোর কাজে পরিবারের সদস্যরা অংশ নেয়। সেই সহযোগী শ্রমিক ধরে বাংলাদেশে মোট নিবন্ধিত ও সহযোগী বিড়ি শ্রমিকের সংখ্যা ২ লাখ ৮০ হাজার। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু রয়েছে। যারা মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে বিড়ি কারখানায় বাবা-মায়ের সাথে বিড়ি বানানোর কাজ করে।

বাকী অংশ ১৯ পৃষ্ঠায়...

তামাক দ্রব্যের করারোপ ও দাম বাড়ানোর বিকল্প নেই

বাংলাদেশে প্রায় ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ সিগারেট-বিড়ি এবং জর্দা-গুল-সাদাপাতা ব্যবহার করেন। প্রতি বছর ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। আমরা কোভিডের কারণে মৃত্যুর হার নিয়ে উদ্বিগ্ন হচ্ছি, কিন্তু তামাকের মহামারি চলছে দীর্ঘদিন ধরে।

জুন মাসে অর্থবছরের শেষে পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা হবে, তার জন্যে যথাযথ প্রস্তুতি সংশ্লিষ্ট মহলে শুরু হয়ে গেছে। ব্যস্ত আছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। তাদের কাজ অনেক আগেই শুরু হয়। কর আহরণ করা এনবিআরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ, এর ওপর বাজেট অনেকটাই নির্ভরশীল। তামাকের ওপর করারোপের বিষয়টি শুধু রাজস্ব আহরণের বিচারেই করার কথা নয়, এর সাথে জড়িত রয়েছে জনস্বাস্থ্য রক্ষার প্রশ্ন। তামাক আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর একটি পণ্য। জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় আরও অনেক ক্ষতিকর দ্রব্য বাজারে আছে। সেগুলো সব নিষিদ্ধ নয়। তবে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এর ব্যবহার কমানোর জন্যে নানা আইন রয়েছে। কিন্তু ভোক্তা পর্যায়ে ব্যবহার কমানোর একটি অন্যতম স্বীকৃত উপায় হচ্ছে দাম বাড়িয়ে দেয়া। সেটা করারোপের মাধ্যমে হতে পারে। দাম বাড়লে চাহিদা কমবে, অর্থনীতির এই সহজ সূত্র কাজে লাগে বটে। এই প্রসঙ্গে ধোঁয়াবিহীন তামাক দ্রব্যে (জর্দা, গুল ও সাদাপাতা) করারোপ নিয়ে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি।

জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় তামাক দ্রব্য ব্যবহার ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে ২০০৫ সাল থেকে আইন করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে কাজ চলছে। সেই সাথে বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন জোটবদ্ধভাবে কাজ করছেন দীর্ঘদিন ধরে। তামাক ব্যবহার তো শুধু আইন করে নিষিদ্ধ করলেই কমবে না। এর সাথে আর্থ-সামাজিক বিষয় যেমন আছে তেমনি রয়েছে তামাক কোম্পানির সক্রিয় চেষ্টা। আইনে বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ হয়েছে বলে টেলিভিশন এবং প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেখা যায় না, কিন্তু তামাক দ্রব্যের উপস্থিতি রাস্তা-ঘাটে বের হলেই ছোট ছোট চায়ের দোকান বা ছোট মুদির দোকানের সাজ-সজ্জাতেই কোম্পানির রং ভেসে ওঠে। এতেও আইনের ব্যত্যয় ঘটে, কিন্তু তারপরও তা অব্যাহত আছে। যাদের দেখার দায়িত্ব তারা দেখেও দেখে না। সিগারেটের প্যাকেট দৃশ্যমানভাবে সাজিয়ে দেয় কোম্পানি নিজেই, জর্দার রং-বেরংয়ের নানা সাইজ ও ওজন কৌটাও চোখ কাড়ে। তামাক দ্রব্যের ব্যবহারে শ্রেণীগত পার্থক্য রয়েছে। জানা কথা যে প্রিমিয়াম সিগারেট কোনো গরিব মানুষের হাতে দেখা যাবে না, আর ধনীর হাতে বিড়ি দেখা যাবে না। নারী-পুরুষ ভেদেও তামাক দ্রব্যের ব্যবহার ভিন্ন। গরিব নারীরা পানের সাথে জর্দা এবং সাদাপাতা খাচ্ছেন, ধনী নারীরা উচ্চ দামের জর্দা খেলেও তা নিয়মিত হয়তো খাচ্ছেন না, তাদের ফ্যাশনের সাথে যায় না। গরিব নারীরা আরো নিম্ন স্তরের তামাক দ্রব্য, যেমন সাদাপাতা খাচ্ছেন। তাদের মধ্যে গুলের ব্যবহারও বেশি। ক্ষুধা মেটাতে দুপুর বেলা ইট ভাঙা শ্রমিক, বা কাজের বুয়া, বা অন্যান্য কাজে জড়িত শ্রমিক যার দুপুরে খাবার সময়মতো জোটে না, তাতে দেখা যায় পান-জর্দা দিয়ে মুখ লাল করতে। কী বলব তাকে? সে সময় কোনো খাবার কেনার চেয়ে পান-জর্দাই সস্তা, সহজলভ্য এবং ক্ষুধা চেপে রাখা সহজ। এর বিনিময়ে তার শরীরে কত মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে, তা দেখার বা বোঝার সময় তার নেই।

হ্যাঁ, তামাক দ্রব্য ব্যবহারের অনেক কারণের মধ্যে নেশাও একটি প্রধান কারণ, কেননা এর মধ্যে নিকোটিন আছে এবং সাথে আরও অনেক উপাদান যোগ করা হয় যা দিয়ে ভোক্তাকে আকৃষ্ট করা হয়। যেমন মেনথলের ব্যবহার, সুগন্ধির ব্যবহার ইত্যাদি। সব কিছু মিলিয়ে তামাক দ্রব্যের ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের জন্যে বড় ধরণের হুমকি, এতে কোনো সন্দেহ নেই। পরিসংখ্যানেও তার প্রমাণ মেলে। বাংলাদেশে প্রায় ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ সিগারেট-বিড়ি এবং জর্দা-গুল-সাদাপাতা ব্যবহার করেন। প্রতি বছর ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। আমরা কোভিডের কারণে মৃত্যুর হার নিয়ে উদ্বিগ্ন হচ্ছি, কিন্তু তামাকের মহামারি চলছে দীর্ঘদিন ধরে। এর বিরুদ্ধে কোনো ভ্যাকসিন নাই, প্রতিরোধের জন্যে তাই 'উচ্চ মূল্যই ভ্যাকসিন হিসেবে কাজ করবে। কোভিড সংক্রামক, তামাক কি অ-সংক্রামক? কোম্পানি যেভাবে এই পণ্য বাজারজাত করে এবং দাম কম রেখে এর ব্যবহার বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করে, তাতে তামাকের ব্যবহার সংক্রমণের মতোই বাড়ে। তরুণ বয়সের ছেলেরা একে-অপরের কাছ থেকে উৎসাহিত হয়। এমনকি পানের সাথে জর্দার ব্যবহার নারীরা শাশুড়ি এবং নানী-দাদীর পান বানাতে গিয়ে খেতে শুরু করে। অর্থাৎ সংক্রমিত হয়।

তামাক দ্রব্যের ওপর করারোপ নতুন নয় এবং শুধু বাংলাদেশেই হচ্ছে তা-ও নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তামাক ব্যবহার কমানোর অন্যতম কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে করারোপের মাধ্যমে দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয় এবং তার ফলে ব্যবহার যে যথেষ্ট কমে, এর প্রমাণ আছে। তবে এনবিআর চেয়ারম্যান যা বলেছেন, তা একেবারে ফেলে দেয়ার মতো নয়। আসলে শুধুমাত্র করের হার বাড়িয়ে তামাক দ্রব্যের দাম ভোক্তার ক্রয় ক্ষমতার বাইরে এখনও আনা যাচ্ছে না। বিড়ি সিগারেটের দাম এতোই কম যে তার ওপর যতো বেশি হারে করারোপ করা হোক না কেন, সেটা যথেষ্ট বাড়ে না। ক্রেতা এই ক্রমাগতভাবে বাড়তে থাকা দামে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই দাম বাড়াতে হলে একেবারে উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে।

তামাক দ্রব্যের কথা এলেই সকলেই ধরে নেন তা সিগারেট-বিড়ির কথা বলা হচ্ছে। এনবিআর চেয়ারম্যানের সাথে মিটিংয়ের যে খবর বেরিয়েছে তার ভাল দিক হচ্ছে যে অধিকাংশই 'তামাক দ্রব্যের কর' শিরোনাম করেছে, অর্থাৎ শুধু বিড়ি-সিগারেট বোঝানো হয়নি, এর মধ্যে ধোঁয়াবিহীন তামাকের কথাও উঠে এসেছে। কর প্রস্তাবের মধ্যেও বিড়ি-সিগারেটের পাশাপাশি জর্দা ও গুলের ওপর করের প্রস্তাবও ছিল। প্রস্তাবগুলো হচ্ছে:

১। প্রতি ১০ শলাকার নিম্নস্তরের সিগারেটের খুচরা মূল্য ৫০ টাকা নির্ধারণ করে ৩২.৫০ টাকা, মধ্যম স্তরে ৭৫ টাকা নির্ধারণ করে ৪৮.৭৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; ২। ১০ শলাকার উচ্চস্তরের খুচরা মূল্য ১২০ টাকা নির্ধারণ করে ৭৮ টাকা, প্রিমিয়াম স্তরের খুচরা মূল্য ১৫০ টাকা নির্ধারণ করে ৯৭.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১১.২৫ টাকা, ফিল্টারযুক্ত ২০ টাকা নির্ধারণ করে ৯ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করা হয়।

জর্দা এবং গুলের কর ও দাম বৃদ্ধিসহ সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ শুল্ক (সম্পূরক শুল্ক চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৬০%) প্রচলন করা। প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার খুচরা মূল্য ৪৫ টাকা নির্ধারণ করে ২৭.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা এবং প্রতি ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১৫.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। গত অর্থবছরের তুলনায় এই কর খুব বেশি বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়নি। ফলে ভোক্তার চাহিদা এতে কতটুকু কমবে, তা দেখার বিষয় রয়েছে। তাছাড়া ধোঁয়াবিহীন তামাক দ্রব্যের আর একটি পণ্য হচ্ছে সাদাপাতা। সেই সাদাপাতা এখনো করের আওতায় আনা হয়নি। অর্থাৎ এক বিশাল সংখ্যক সাদাপাতা ব্যবহারকারী জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থার বাইরে থেকে গেলেন।

জর্দা ও গুলের বিক্রির ওপর করারোপের পাশাপাশি উৎপাদনও নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে উৎপাদকের ভ্যাট প্রদানের বিষয়ে প্রস্তাব দেয়া যেতে পারে। জানা গেছে, ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ২১৮টি জর্দা ও গুল উৎপাদকদের কাছ থেকে মাত্র ১৬৫ কোটি ৭৫ লাখ টাকা ভ্যাট পাওয়া গেছে, যা মোট টোব্যাকো ট্যাক্স-এর ০.১১% থেকে ০.১৭% (এনবিআর, তথ্য, ২০২০)। ফলে উৎপাদকের ওপর ভ্যাট আরোপ করে উৎপাদন খরচ বাড়ানো গেলেও দাম এমনিতেই বাড়বে।

লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে তামাক নিয়ন্ত্রণ সংগঠনের পক্ষ থেকে যে কর প্রস্তাব করা হচ্ছে তাতে খুচরা বিক্রি নিরুৎসাহিত করার বিষয়টি সরাসরি যুক্ত। খুচরা বিক্রি বন্ধ করা হলে দাম বাড়ার বিষয়টি ভোক্তার জন্যে চাপ হবে, কারণ একসাথে ৪৫ টাকা (জর্দা), ২৫ টাকার গুল কেনার মতো নগদ টাকা থাকবে না। খুচরা বিক্রি হয় বলেই এই বাড়তি বৃদ্ধিটা তাদের চোখে পড়ে না। সিগারেট-বিড়ির ক্ষেত্রেও খুচরা বিক্রি যেন না হয় তার ব্যবস্থা প্রস্তাব করা হচ্ছে।

এনবিআরের চেয়ারম্যানের কথা অনুযায়ী তামাক ব্যবহারকারী যেন খাদ্য কেনা বাদ দিয়ে তামাক না কেনে তার জন্যে খাদ্যকে সহজলভ্য এবং তামাক দুর্লভ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব এনবিআরের নয়, কিন্তু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাজে যেন এনবিআরের পদক্ষেপ সহযোগিতামূলক হয় সেই চেষ্টা তো করতেই হবে। বাজেটে প্রতি বছর স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ দিতে হয়। তামাকের কারণে

বাকী অংশ ২০ পৃষ্ঠায়...

উন্নয়নের দৌড়ে পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ

স্বাস্থ্য নয় বরং সুস্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। একটি দেশের টেকসই উন্নয়নে অন্যতম প্রধান শর্ত সেই দেশের জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। এই শর্ত পূরণে মানসিক ও শারীরিক উভয় সুস্থতাই সমান গুরুত্ব বহন করে। উভয় সুস্থতা নিশ্চিতে নিজে সাবধান থাকার পাশাপাশি পরিবেশের সুস্থতাও জরুরি। আমাদের চারপাশে ব্যবহার্য যেসব পণ্য স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উভয়ের জন্যই হুমকিস্বরূপ তার মধ্যে তামাক ও তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার অন্যতম। তামাক শুধু মানুষের স্বাস্থ্যকেই নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে না বরং এটি পরিবেশের স্বাস্থ্যকেও বিপন্ন করে। দেশের জনগণের সুস্বাস্থ্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সুস্বাস্থ্য রক্ষায় তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। এই লক্ষে সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধির পাশপাশি শক্তিশালী করনীতি প্রণয়ন করা জরুরী।

তামাক চাষে প্রচুর পরিমানে কিটনাশক ও রাসায়নিক বিশেষ করে ক্লোরিন ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। এই রাসায়নিকগুলির ব্যবহার মাটির উর্বরতা ব্যাহত করে এবং জমিতে অন্য কোনো ফসল চাষের জন্য অনুপযুক্ত করে তোলে। একই সময়ে, তামাকজাত পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ক্ষতিকারক রাসায়নিক কীটনাশক এবং সারের মতো বিপুল পরিমাণ বর্জ্য তৈরি করে। ধূমপানের ফলে নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন এবং অন্যান্য বিষাক্ত রাসায়নিক ও বায়ু দূষণকারী পদার্থ বায়ুমন্ডলের পরিবেশ দূষণ ঘটায়। অন্যদিকে, সিগারেটের ফিল্টারে উপস্থিত বেশিরভাগ উপাদানই অশোধনযোগ্য এবং মাটির সাথে মিশতে কয়েক বছর সময় নেয়। গবেষকদের অনুমান অনুসারে, এই উপাদানগুলো ১০ বছর পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের জন্য মাটিতে থাকে এবং যতক্ষণ মাটিতে থাকে ততক্ষণ যাবত মাটি দূষিত থাকে। বিশ্বব্যাপী এটি ক্রমবর্ধমানভাবে আবর্জনা ফেলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উদ্বেগের মধ্যে একটি হয়ে উঠছে। এমনকি, বিভিন্ন জলাশয়ে এই ক্ষতিকর ফিল্টার মাছ উৎপাদনেও বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। মাটিতে এর উপস্থিতি তৃণভোজী গবাদিপশুকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। বিশ্বব্যাপী প্রায় ১৭,০০০ মানুষ প্রতি বছর সিগারেট লাইটার বা ফেলে দেওয়া জ্বলন্ত সিগারেটের আগুনের কারণে মারা যায়। সম্পত্তির ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি বছর এই ক্ষতির পরিমাণ ২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি। প্রসঙ্গত চীনে ১৯৮৭ সালে একটি সিগারেটের ফিল্টার দ্বারা শুরু হওয়া একটি বনের আগুনে ৩০০ লোক মারা যায়, ৫০০০ জন গৃহহীন হয়ে পড়ে এবং প্রায় ১.৩ মিলিয়ন হেক্টর জমি ধ্বংস হয়।

একজন ধূমপায়ীর ফুসফুস ক্যান্সার ও হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা একজন অধুমপায়ীর তুলনায় ১৫-৩০ গুন বেশী। বাংলাদেশে প্রতিবছর শুধুমাত্র হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১ লক্ষ ৮০ হাজার ৪০৮ জন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে। তামাকজাত পণ্যের কর ও মূল্য বাড়িয়ে হৃদরোগের চিকিৎসাখাতে ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে এই চিকিৎসা ব্যয় অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব। গত ১২ বছরে বাংলাদেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণ এবং সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য। কিন্তু নিম্ন ভিত্তিমূল্যের কারণে প্রতিবছর খুব সামান্য পরিমাণে কর বৃদ্ধি পেলেও বিক্রয়মূল্যের ক্ষেত্রে কার্যকর কোনো পরিবর্তন হয়না। বরং আদতে ভোক্তার নাগালের মধ্যেই থেকে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে প্রচলিত সিগারেটের উপর ৪টি ভিন্ন ভিন্ন মূল্যস্তর কাঠামো সরকারের রাজস্ব আদায় ও করারোপের ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরী করছে। স্তর ভেদে তামাকজাত পণ্যের মূল্য কম-বেশী থাকার কারনে একজন ধুমপায়ী বিশেষ করে অপ্রাপ্তবয়স্ক ও তরুণ চাইলেই নিজের সুবিধা ও সাধ্যমত ব্র্যান্ড পরিবর্তন করতে পারে। বিগত কয়েক বছরে নিম্ন মূল্যস্তরের তামাকজাত পণ্যের ভোক্তা সংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি থেকে এই ব্র্যান্ড পরিবর্তনের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় (৭১.৩৮%)।

বাকী অংশ ১৮ পৃষ্ঠায়...

সাক্ষাৎকার- আধুনিক কর নীতি বাস্তবায়ন জরুরি

চোরাচালান রোধে সরকার কি ধরণের ভূমিকা পালন করতে পারে এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক নুরুল আমীন বলেন, সাধারণত অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবার জন্য কিছু মানুষ চোরাচালান করে। যেখান থেকে পণ্য আসছে, তার তুলনায় যেখানে আসছে সেখানে দাম বেশি থাকলে এ ধরণের বানিজ্য সংঘটিত হয়। পাশ্ববর্তী দেশ থেকে বর্ডার ক্রস করে সড়ক বা সমুদ্র পথে চোরাচালান হতে পারে। পদ্ধতিগতভাবে সিগারেটের দামের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরতে হবে, যাতে করে আমরা এভিডেন্স দিতে পারি। ওই সকল দেশের সিগারেটের প্রকৃত মূল্য বের করতে হবে, ট্যাক্স বা টেরিফ কত, দুটো মিলে খুচরা মূল্য কত হয়? এসব তথ্য বের করতে হবে। এমন হতে পারে চোরাকারবারিরা সেখানকার স্থানীয় তামাক পণ্য কিনছে যেখানে তাদের ট্যাক্স দিতে হয় না।

চোরাচালানের বেশি চিত্র দেখা যায় বাজেটের আগে। কর, টেরিফ এবং স্পেসিফিক ট্যাক্স বাড়ালে দেশে চোরাচালানে বন্যা হয়ে যাবে, এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বের হয়ে আসতে হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তারাও তামাকের পক্ষে না এমনকি তারা চায় না দেশটা তামাকে সয়লাব হোক। উনারা যখন নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করে তখন সরকারের রাজস্ব কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় সেই টার্গেট নিয়ে চিন্তিত থাকে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো কর্মকর্তাদের মনে এই ধারনা তৈরী করে দেয় যে ১০% দাম বৃদ্ধি পেলে ২০% ৩০% চোরাচালান বৃদ্ধি পাবে এবং ফলে রাষ্ট্র আরও ৩০% রাজস্ব হারাবে। এ কারণেই কর্মকর্তারা তামাকের মূল্য বাড়ানোর স্বপক্ষে থাকেন না। তামাকজাত দ্রব্যের কর বৃদ্ধিতে তামাক কোম্পানির সকল হস্তক্ষেপ প্রতিহত করতে হবে।

এক্ষেত্রে প্রধান কাজ হওয়া উচিৎ তথ্য উপাত্ত, সঠিক পদ্ধতিতে গবেষনালব্ধ তথ্য দ্বারা রাজস্ব কর্মকর্তাদের মনে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলা। ২০৪০ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তামাক ব্যবহার কমানোর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে, কর নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে ট্যাক্স ম্যাকানিজম কাজে লাগানো, আইন বাস্তবায়ন ও মানুষকে তামাকের বিরুদ্ধে সচেতন করে তোলার পাশাপাশি বিদ্যালয়গামী কিশোর, তরুণদের সুরক্ষা করতে পারি তার ব্যবস্থা করতে হবে। তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধির পাশাপাশি কর ফাঁকি রোধে আদায় ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করা জরুরি।

তামাকের ট্যাক্স এর বোঝা যদি ভোক্তার কাছে যায় তাহলে ভোক্তা এটি গ্রহণে নিরুৎসাহিত হবে। আমাদের দেশে তামাকের ভিত্তিমূল্য অন্যদেশের চেয়ে কম। লেবেল ও ক্যাটাগরিভিত্তিক তথ্য প্রমাণ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌছানো দরকার। প্রতি বছর তামাকের কর হিসেবে সরকার প্রায় ২৩ থেকে ২৫ কোটি টাকা পাচ্ছে পাশাপাশি আয়কর হতে প্রায় দেড় থেকে ২ হাজার কোটি টাকা পাচ্ছে। এ অর্থের চেয়ে social cost, health cost আমাদের দেশে অনেক বেশি। বাংলাদেশে অসংক্রামক রোগে মৃত্যুর হার অনেক বেশি। অসংক্রামক রোগের অন্যতম প্রধান কারন তামাক। অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি। ২০৪০ সাল হতে হাতে সময় আছে মাত্র ১৯ বছর। তামাকের base fair, vat, suplimentary cost বাড়াতে হবে।

Smoke less টোব্যাকো নিয়েও গবেষণা চলছে। এসকল তামাকজাত পণ্যেও প্রচুর কর ফাঁকি দেয়া হচ্ছে। এনবিআর এর লোকবল সংকট এবং এ ক্ষেত্রে সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। বর্তমানে এনবিআর এ যারা রয়েছেন তাদের জন্য আমরা যদি আর্থিক অনুদানের এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারি। কর ফাঁকি রোধের জন্য নির্দিষ্ট নীতিমালার ভেতর আমরা যদি অর্থ বরাদ্দ দেই তাহলে প্রকৃত কর্মঘন্টার বাইরেও তারা কাজ করতে উৎসাহিত হবে। দেশে যে বিদ্যমান কর আছে তার পরিমাণ কম। রাজস্ব ফাঁকি দেবার কারণে রাজস্ব শূণ্য হয়ে পড়ে। এনবিআর এর কর্মকর্তাদের যদি এক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারি তাহলে করের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং তা ভোক্তার চাহিদাকে সংকুচিত করবে। ৫০, ৬০ বা ১০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হলে মিনিমাম ৫ হাজার কোটি টাকা বেশি রাজস্ব আয় করা সম্ভব।

ধোঁয়াবিহীন তামাক অনেক বেশি ক্ষতিকারক হলেও নীতিনির্ধারকেরা এটা নিয়ে তেমন কোন কথা বলেন না। টিনের বা ষ্টীলের হলোগ্রামযুক্ত কৌটা প্রবর্তন করতে হবে যাতে ধোঁয়াবিহিন তামাক পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়। জর্দা গুলের ব্যবসা শুরু করাটা কঠিন করে দিতে হবে। সাদা পাতা বন্ধ করে দিতে হবে। ই সিগারেট এখন সবচেয়ে বেশী হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে। জর্দা গুলের কৌটা সরকার অনুমোদিত হতে হবে। প্লাস্টিকের সস্তা কৌটার পরিবর্তে রেভিনিউ সীল, হলোগ্রাম এবং স্টিকার দেয়া গুণগত মানসম্মত স্টিল বা টিনের কৌটা প্রবর্তন করতে হবে। যাতে করে সহজে ট্র্যাকিং করা যায়।

অধ্যাপক নুরুল আমীন, ডিরেক্টর, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট

মানুষের পকেটে টান পড়তে হবে

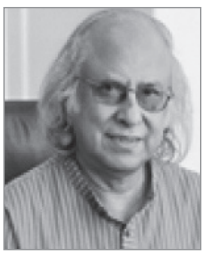

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও জাতীয় তামাকবিরোধী মঞ্চের আহ্বায়ক **ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ** বলেন, কর হতে হবে আয় বৃদ্ধির থেকে বেশি, যাতে মানুষের পকেটে টান পড়ে। প্রতি বছর আমরা যে ফাঁকিটা দেখি তা হলো তামাকের দাম বাড়ে কিন্তু আয় বৃদ্ধির থেকে বেশি হয় না, ফলে মানুষের পকেটে টান পড়ে না। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আইনটা এমনভাবে করতে হবে যাতে ২০৪০ সালের মধ্যে দেশ তামাকমুক্ত হয়। তামাক গ্রহণের হার হিসেবে কিছুটা কমলেও সংখ্যা হিসেবে কমছে না। এভাবে চলতে থাকলে লক্ষ্য অর্জন হবে না।

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও জাতীয় তামাক বিরোধী মঞ্চের আহ্বায়ক

সিগারেটের চার মূল্যস্তর ব্যবস্থা বাতিল করে দুই স্তরে আনতে হবে

ধূমপান কমাতে সিগারেটের স্তর সংখ্যা কমানোর বিকল্প নেই। আসন্ন ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে সিগারেটের বিদ্যমান চার মূল্যস্তর ব্যবস্থা বাতিল করে দুই স্তরে আনতে হবে। কারণ একাধিক মূল্য স্তর এবং বিভিন্ন দামে সিগারেট কেনার সুযোগ থাকায় ভোক্তা স্তর পরিবর্তন করার সুযোগ পায়। ফলে তামাক ব্যবহার হ্রাসে কর ও মূল্য পদক্ষেপ সঠিকভাবে কাজ করে না। পাশাপাশি তামাক কর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে, যা তামাকের ব্যবহার হ্রাসের পাশাপাশি রাজস্ব আয় বাড়াবে। তামাক কর কাঠামো সংস্কার করা হলে তা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন খাতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দেবে। স্পষ্টতই এটি সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশের জনগণের জন্যও লাভজনক হবে। এর পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রমের ওপরও প্রচার প্রচারণার গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের চাকরিতে শারীরিক ফিটনেসের একটা অংশ থাকতে হবে তিনি ধূমপান করেন কিনা বিষয়টি জানার জন্য। ধূমপান করলে তার নেগেটিভ মার্ক হবে। এটা সরকারের উন্নয়ন প্রোগ্রামের অংশ হতে পারে। 'জর্দা ও গুলের ওপরও বেশি কর বাড়ানো উচিত। বাংলাদেশের বাজারে সিগারেট অত্যন্ত সস্তা ও সহজলভ্য। বিশ্বের ১৫৭টি দেশের মধ্যে সবচেয়ে কম মূল্যের সিগারেট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ১০২তম। প্রতি অর্থবছরে সিগারেটের ওপর করারোপ করা হলে তাতে মূলত দামের পরিবর্তন আসে ব্র্যান্ডের সিগারেটের ওপর।'

নাজনীন আহমেদ, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ'র (বিআইডিএস)

নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে ও পলিসিতে প্রভাব বিস্তার করে

সিটিএফকে গ্র্যান্ট ম্যানেজার **আব্দুস সালাম** বলেন, তামাক কোম্পানি সরকারের বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে ও পলিসিতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। প্রথমত, তামাক কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর প্যানেলে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা দায়িত্বরত আছেন। যারা সরকারের বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের আমলা, সচিব ও কর্মকর্তা। তারা বিভিন্ন উপায়ে সরকারের পলিসি ও নীতি নির্ধারণে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ফলে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও আইনের প্রয়োগ প্রভাবিত হয়। তামাক নিয়ন্ত্রণে এটি বড় বাঁধা। দ্বিতীয়ত, তামাক কোম্পানি সরকারের বিভিন্ন নীতি নির্ধারক, পলিসি মেকারদের সন্তান, আত্মীয় স্বজনদের মোটা বেতনে চাকরি দিয়ে থাকে। এ সমস্ত পরিবারের সদস্যগণের মাধ্যমে তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন, নীতি এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে প্রভাব বিস্তার করে। তৃতীয়ত, তামাক কোম্পানি জাতীয়ভাবে পরিচিত বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মীকে তাদের পক্ষে বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজে সম্পৃক্ত করেন। গবেষণাগুলো তামাক কোম্পানির চাহিদামতই হয়ে থাকে। এসব গবেষণার তথ্য, উপাত্ত সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কোভিডকালীন পরিস্থিতিতে তামাক কোম্পানি Essential commodity act কে কাজে লাগিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়কে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। এ সকল কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তারা ছলনার আশ্রয় নিয়ে নিজেদের প্রকৃত চরিত্র গোপন করার অপচেষ্টা চালায়।

আব্দুস সালাম, গ্র্যান্ট ম্যানেজার, সিটিএফকে

তামাক কর একটি জাতীয় ইস্যু

কর বিশেষজ্ঞ **আবিদা সুলতানা মেরী** বলেন, তামাক কর একটি জাতীয় ইস্যু। কারন তামাক পরিবেশ ও স্বাস্থ্য উভয়েরই ক্ষতিসাধন করে। তামাকের দাম বাড়ালে চাহিদা কমবে এ ধারণা থেকে তামাকের কর বৃদ্ধির বিষয়টির সূত্রপাত হয়।

কিন্তু গত ২০ বছরের চিত্র থেকে মূল্য বৃদ্ধির ফলে তামাকের যে চাহিদা কমেছে তার কোন উল্লেখযোগ্য ফলাফল আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বরং দেখা যাচ্ছে, আগের ক্রেতারা তো আছেই সেই সাথে প্রতিনিয়ত নতুন ক্রেতা যুক্ত হচ্ছে।

প্রতিবছর তামাকের উপর যে সামান্য পরিমাণ কর বা মূল্য বৃদ্ধি করা হয় তার ফলে বিক্রয়মূল্যের উপর তেমন কোনো প্রভাব পড়েনা। যারা উৎপাদক তাদের উৎপাদন সামগ্রী বা যেখান থেকে তারা কাঁচামাল কিনছে সেখানের মূল্য একই আছে। ফলে বাড়ছেনা উৎপাদন ব্যয়ও। মূল্য বাড়ছে ভ্যাট ব্যবস্থাপনায় যা কোম্পানি ভোক্তার পকেট থেকে আদায় করে সরকারকে দিচ্ছে। কিন্তু যে জায়গায় দাম বাড়ালে তামাকজাত দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি পাবে সেখানে গুরুত্ব দিচ্ছি না। প্রকৃত মূল্য কোথায় নির্ধারিত হচ্ছে, কিভাবে নির্ধারিত হচ্ছে এ বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে।

তামাকজাত দ্রব্যে যে উপকরণ ব্যবহার করা হয় তার মূল্য সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করে দিতে পারলে তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। তামাক ক্ষতিকারক দ্রব্য তাই এর প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করে দিতে হবে। প্রকৃত মূল্য বাড়ালে তামাক কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব যেমন বাড়বে তেমনি করভার এর প্রভাব সরকারের রাজস্বখাতেও দৃশ্যমান হবে। কতটুকু কাঁচামাল কিনছি, তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনে কতটুকু কাঁচামাল ব্যবহৃত হচ্ছে, কতটুকু রাজস্ব আসছে, আমরা সেদিকে নজর দিচ্ছি না। উৎপাদনের স্পষ্ট চিত্র না পেলে সঠিক রাজস্ব আদায় সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন, শ্রমমূল্য বা শ্রমিক আইনটিকে যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হই সেটা আমাদের জন্য একটি বড় অর্জন হবে। মোট তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহারের পূর্ণ চিত্র পেলে তামাকের দাম কতটুকু বাড়লে চাহিদা কমবে সে বিষয়টি নিরুপন করা সম্ভব হবে। কারণ, কর বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি না করলে তামাকের দাম বাড়ালেও তামাকের উৎপাদন ও কোম্পানির লভ্যাংশের উপর এর কোন প্রভাব পড়ে না।

আবিদা সুলতানা মেরী, কর বিশেষজ্ঞ

Book Post

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী **সাইফুদ্দিন আহমেদ** কর্তৃক 'বাড়ি নং ১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়ের বাজার, ঢাকা ১২০৭' থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত
ফোন: ৮৮-০২-৫৫০১৬৪০৯, ০১৫৫২-৪৯৩৫১৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮৬২৯২৭১, ই-মেইল: infobatabd@gmail.com, info@bata.net.bd ওয়েব: www.bata.net.bd